গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ-

এস আর ও নম্বর- ..... ।- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৪ নম্বর আইন) এর ধারা-৫৮ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

(১) এই বিধিমালা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৪ নম্বর আইন) এর অধীন প্রণীত বিধিমালাটি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ নিম্নরূপ হইবে:

(১) **অভিযোজন** অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খাপ খাওয়ানোর কৌশল।

(২) **সংস্থার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ** অর্থ যেখান হইতে কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতির জন্য কোন একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদসমূহ নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও বণ্টন করা হয়;

(৩) **সংস্থার মাঠ কর্মকর্তা** অর্থ মাঠ পর্যায়ে কোন একটি সংস্থা/দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মকর্তাবৃন্দ;

(৪) **হুশিয়ারি ও সতর্ককরণ পর্যায়ের** অর্থ আসন্ন দুর্যোগ এবং উহার প্রকৃত প্রভাব সম্পর্কে হুশিয়ারি বা গণদুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচার ও হুমকি সম্পর্কে সতর্কতা অব্যাহত রাখা এবং তুলিয়া লইবার পর্যায়। দুর্যোগের আঘাত পূর্ব সতর্কিকরণ বা দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশলও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **আদেশ** অর্থ সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সংস্থার সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা। আদেশ (command) বিষয়টি সংস্থা/দপ্তরের উর্ধ্বতন হইতে নিম্ন পর্যায়ে (vertically) কাজ করে। আদেশ প্রদানের ক্ষমতা নীতিগত ভাবে অথবা কোন সংস্থা/দপ্তরের সহিত সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত;

(৬) **সামাজিক উপাদান এবং ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান** অর্থ অবকাঠামো, সেবাসমূহ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড যেমন: কৃষি, ব্যবসা, সেবা, বাণিজ্য, ধর্ম ও পেশাভিত্তিক সমিতি এবং জনগণ;

(৭) **আপদকালীন পরিকল্পনা** অর্থ কোন একটি সম্ভাব্য দুর্যোগকে বিবেচনায় লইয়া গঠিত একটি সুনির্দিষ্ট সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা;

(৮) **নিয়ন্ত্রণ** অর্থ দুর্যোগকালে বা জরুরি মুহূর্তে দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কার্যক্রমে সার্বিক নির্দেশনা যাহা দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি এবং সমান্তরালে (হরাইজন্টালি) কাজ করা সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত। নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব অর্থ নীতিগতভাবে অথবা সাড়াপ্রদান পরিকল্পনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা যাহা পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত এবং সম্পৃক্ত সংস্থাগুলিকে দিয়া কাজ করাইয়া লইবার দায়িত্ব বুঝায়;

(৯) **সমন্বয়** অর্থ কার্যকরভাবে দুর্যোগে সাড়াপ্রদান নিশ্চিত করিতে সংস্থা/দপ্তর ও সম্পদসমূহকে একত্রিত করা। আপদের কারণে সৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা অথবা জরুরি চাহিদা অনুসারে সম্পদের (প্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তিগত ও সরঞ্জামাদি) পদ্ধতিগত অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল ও উহার প্রয়োগের সঙ্গে যাহা প্রাথমিকভাবে জড়িত। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিতব্য কাজের নির্দেশনা হিসাবে ইহা দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে উলম্বভাবে (ভার্টিকালি) এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিতব্য কাজের নিয়ন্ত্রণ হিসাবে সমগ্র এজেন্সির সঙ্গে তাহা সমান্তরালভাবে (হরাইজন্টালি) কাজ করে;

(১০) **দুর্যোগ অঞ্চল** অর্থ বিভাগ, সিটি করপোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড অথবা বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চল সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা ঘোষিত দুর্যোগ অঞ্চল;

(১১) **দুর্যোগ ঘটনা** অর্থ এক বা একাধিক আপদ ঘটনা যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ হইতে সাড়া প্রদান দরকার হয়।

(১২) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র** অর্থ এমন একটি স্থান যেখান হইতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপকবৃন্দ সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করিয়া থাকেন;

(১৩) **দুর্যোগ পরিস্থিতি (ইনসিডেন্ট) ব্যবস্থাপনা দল** অর্থ দুর্যোগ ঘটনার কার্যকারিতা প্রশমনের দায়িত্বে নিয়োজিত একটি দল যাহা পরিস্থিতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রশমনের জন্য দায়ী থাকে;

(১৪) **দুর্যোগ পরিস্থিতি পরিকল্পনা** অর্থ একটি দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য গৃহিত কর্মপরিকল্পনাসমূহ। এই পরিকল্পনা মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে জারি করা যাইতে পারে;

(১৫) **দুর্যোগকালীন সময়** অর্থ প্রাকৃতিক চরম দুর্যোগের সরাসরি প্রভাবের সময়কালকে বুঝাইবে। ধীরগতিতে সম্পন্ন দুর্যোগের (খরা, স্বাভাবিক বন্যা) ক্ষেত্রে দুর্যোগ সময় দীর্ঘ হয় এবং আকস্মিক দুর্যোগের (আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, শিল্প কল-কারখানা দুর্ঘটনা, ভূমিধস, ভবন ধস, জাহাজডুবি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ইহা সংক্ষিপ্ত সময় পরিসরে হয়;

(১৬) **দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** অর্থ দুর্যোগের পূর্বে ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিপদাপন্নতা কমানোর জন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলী, যাহা ভবিষ্যত দুর্যোগের মারাত্মক প্রভাব কমাইতে গৃহীত ক্ষতি হ্রাস, সামর্থ্য প্রয়োগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সমন্বিত পদক্ষেপ;

(১৭) **জরুরি কার্যক্রম কেন্দ্র অর্থ** জরুরি কার্যক্রমের সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন একটি স্থাপনা যাহা কোন অস্থায়ী দুর্যোগ ঘটনা অথবা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাড়াপ্রদান ও সহযোগিতা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়ে ব্যবহৃত হয়;

(১৮) **জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনা অর্থ** সকল প্রকারের জরুরি কার্যক্রম বিশেষ করিয়া দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়াপ্রদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন সংস্থা/দপ্তর কর্তৃক সম্পদ ও দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা এবং তাহার কার্যকরীকরণ ও মূল্যায়ন বুঝায়। জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার মধ্যে রহিয়াছে- পরিকল্পনা, অবকাঠামো ও ব্যবস্থাসমূহ যাহা সরকার, স্বেচ্ছাসেবক এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা, যেইগুলি জরুরি প্রয়োজনে পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত উপায়ে সাড়া প্রদানের জন্য গৃহীত;

(১৯) **জরুরি সাড়াপ্রদান কার্যক্রম** অর্থ কোন একটি দুর্যোগের আগে, চলাকালে অথবা পরে দ্রুত গৃহীত কর্মকান্ড যাহা মানুষ ও জীবজন্তুর হতাহতের পরিমাণ, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতিহ্রাস করিতে সহায়তা করে;

(২০) **নেতৃত্বদানকারী সংস্থা অর্থ** একটি নির্দিষ্ট আপদকালিন অভিজ্ঞতা ও সম্পদ সম্পন্ন সংস্থা প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনে নের্তৃত্ব প্রদান করে;

(২১) **লিয়াজোঁ অফিসার অর্থ** কোন একটি সংস্থার প্রতিনিধি যিনি তাহার প্রতিষ্ঠানের হইয়া যোগাযোগে সক্ষম;

(২২) **প্রশমন অর্থ** সম্ভাব্য আপদ সৃষ্ট ঝুঁকি দূরীকরণের বা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাসকরণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া;

(২৩) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থ** প্রাকৃতিক আপদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ;

(২৪) **স্বাভাবিক পর্যায় (স্বাভাবিক সময়)** অর্থ এমন একটি পর্যায় যখন তাৎক্ষণিক কোন আপদের সম্ভাবনা থাকে না;

(২৫) **দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়** অর্থ সংঘটিত দুর্যোগ অবস্থার পরবর্তী পর্যায়, যখন স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা পুনরায় শুরু করিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সক্ষম করিয়া তুলিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়;

(২৬) **প্রস্তুতি অর্থ** কমিউনিটির সদস্যদের সম্ভাব্য আপদের প্রভাবসমূহের সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাওয়াইবার জন্য সক্ষম করিয়া তুলিতে ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ নিশ্চিত করিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ;

(২৭) **প্রতিরোধ অর্থ** ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্ভোগ দূর করিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ;

(২৮) **পুনর্গঠন** অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোকে কর্মক্ষম অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার প্রক্রিয়া;

(২৯) **পুণরুদ্ধার অর্থ** ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অবকাঠামো পুনর্গঠন ও তাহাদের মানসিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক হৃত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপায়সমূহ সৃজনে গৃহীত পদক্ষেপ;

(৩০) **ত্রাণ অর্থ** দুর্যোগ এর প্রভাব হইতে রেহাই পাইতে জনগোষ্ঠীকে অর্থ, খাদ্য, ঔষধ, আশ্রয়, পোশাক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য যে কোন সরকারি ও ব্যক্তিগত সহায়তা। এমনকি বিধি মোতাবেক অন্য কোন দেশ বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তাও বুঝাইবে;

(৩১) **ঝুঁকি অর্থ (ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর) বিপদাপন্নতা** ও পরিবেশের আন্তক্রিয়ায় উদ্ভূত মারাত্মক ফলাফলের আশংকা;

(৩২) **ঝুঁকিহ্রাস অর্থ** ঝুঁকি নির্ধারণ, পুনর্নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া;

(৩৩) **দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী অর্থ** সরকারের নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক জারিকৃত স্থায়ী আদেশাবলী;

(৩৪) **কমিউনিটি** অর্থ একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী, যাহারা একটি নির্দিষ্ট দুর্যোগে আক্রান্ত হইয়াছে বা ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করিতেছে;

(৩৫) **জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র** অর্থ দুর্যোগের সময় দুর্যোগে হতাহত মানুষ, প্রাণী ও সম্পদ অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ;

(৩৬) **ঝুঁকি নিরূপণ** অর্থ আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ-এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে কি পরিমাণ ক্ষতি সৃষ্টি হইতে পারে বা হইয়াছে তাহা নিরুপণ করা;

(৩৭) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র** অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তক পরিচালিত তথ্য কেন্দ্র যাহার মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মকান্ডসহ দুর্যোগ সংক্রান্ত বার্তা বিশ্লেষণ, বার্তা সমন্বয়, সংরক্ষণ ও প্রচার করা হয়;

(৩৮) **ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১** অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থপনা বিভাগ কর্তৃক ২০১১ সনের প্রকাশিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালাকে বুঝাইবে;

(৩৯) **ত্রাণ গুদাম** অর্থ দুর্যোগ এর প্রভাব হইতে রেহাই পাইতে জনগোষ্ঠীকে অর্থ, খাদ্য, ঔষধ, আশ্রয়, পোশাক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য যে কোন সরকারি ও ব্যক্তিগত সহায়তা যেখানে মজুত রাখা হয়।

(৪০) **বেসরকারী প্রতিষ্ঠান** অর্থ দুর্গত এলাকায় কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা যাহারা সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমবায় বিভাগ, যুব উন্নযন অধিদপ্তর, জয়েন্টস্টক কোম্পানি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা অন্য কোন আইনের অধীনে/হইতে নিবন্ধিত এবং সরকারী অর্থ, দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা বা জনগণের অর্থে পরিচালিত উন্নয়ন সংস্থা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, সমিতি, ক্লাব, শিক্ষা ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে বুঝাইবে;

(৪১) **ব্যক্তি** অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে পরামর্শ, মতামত প্রদান ও দুর্গত এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ নারী ও পুরুষ উভয়ই; এবং

(৪২) **সম্পৃক্ত** অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং সরাসরি অংশগ্রহণ ।

৩। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **জাতীয় পর্যায়ে** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বোর্ড, এবং প্ল্যাটফর্মসমূহ নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:

৩.১। আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee-IMDMCC)।-

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১)(ক) মোতাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি বলিয়া উল্লেখিত কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সহ সভাপতি
(৩) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সদস্য
(৪)প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(৫) সচিব,অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৬)সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(৭) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১১) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২) সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৬) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮) সচিব, বাংলাদেশ সেতু বিভাগ	সদস্য
(১৯) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
২০) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২২) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৩) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য

(২৫) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৬) সচিব, সড়ক বিভাগ সচিব,	সদস্য
(২৭) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(২৮) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(২৯) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩০) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩১) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
(৩২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(৩৩) মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
(৩৪) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) আইএমডিএমসিসি'র সভাসমূহ

(১) আইএমডিএমসিসি বছরে অন্তত দুইবার সভায় মিলিত হইবে অথবা সভাপতি চাহিলে যে কোন সময় সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে;
(২) এই কমিটি প্রয়োজন ও যথাযথ মনে করিলে আরও সদস্য কো-অপট করিতে পারিবে;
(৩) বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য যে কোন বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার ব্যক্তিকে আইএমডিএমসিসি সভায় আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো যাইতে পারে।

(গ) নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রণক্রমে সভায় অংশগ্রহণ করিবেন:

(১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন
(২) অতিরিক্ত সচিব(ডিএম), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
(৪) পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
(৫) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(৬) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর
(৭) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
(৮) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
(৯) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(১০) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
(১১) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
(১২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ
(১৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
(১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স
(১৫) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
(১৬) বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি
(১৭) প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি
(১৮) বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের প্রতিনিধি
(১৯) বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি
(২০) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(২১) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস
(২২) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা
(২৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন
(২৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)
(২৫) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
(২৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ এন্ড রিমোট সেনসিং অর্গানাইজেশন
(২৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

(২৮) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি করপোরেশন(উত্তর/দক্ষিন)
(২৯) পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
(৩০) নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতা কেন্দ্র (এফএফডব্লিউসি)
(৩১) যে কোন বিশেষজ্ঞ (গণ) এবং/অথবা সংস্থা (সমূহ) (আমন্ত্রনক্রমে)

(ঘ) আন্তঃ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

ঘ.১ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক

(১) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুসারে কাজ করা;
(২) মন্ত্রিপরিষদ কমিটি/উপদেষ্টা কাউন্সিলের কাছে, নীতিমালা, স্থায়ী আদেশাবলী, ও জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ বা কোন অংশের জন্য (খাত ও আপদভিত্তিক) আইন প্রণয়নে সুপারিশ করা;
(৩) প্রাথমিক সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহের পর্যালোচনা, সংশোধন ও অনুমোদন প্রদান;
(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে নির্দেশিত গাইডলাইন ও নিয়ামক সমূহের অনুমোদন প্রদান;
(৫) সিটি করপোরেশন ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন প্রদান;
(৬) দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, জরুরি সাড়াপ্রদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন বিষয়ক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পুনর্গঠনে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের সুপারিশ করা;
(৭) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মসূচিসমূহ অনুমোদন করা;
(৮) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে যুক্তি বিন্যাস নিশ্চিত করা;
(৯) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যাবলী ও কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ করা এবং এই বিষয়ক অগ্রগতি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলকে অবহিত করা;
(১০) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জরুরি প্রস্তুতি ও গণসচেতনতার অবস্থা পর্যালোচনা ও অগ্রগতি সাধনে সহযোগিতা করা; এবং
(১১) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান কার্যক্রম সম্পৃক্ত বিষয় পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, শিক্ষা ও গবেষণাকর্মে উৎসাহিত করা।

ঘ.২ জরুরি সাড়াপ্রদান বিষয়ক

(১) দুর্যোগ সম্পৃক্ত জরুরি প্রস্তুতিতে গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়ন করা এবং সঠিক দিকনির্দেশনার সুপারিশ করা;
(২) দুর্যোগ সাড়াপ্রদান ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন করা;
(৩) দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যেমন: অগ্নিকাণ্ড বিষয় সম্পৃক্ত অনুসন্ধান, উদ্ধার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মহড়া আয়োজন ও অনুশীলনে সহযোগিতা প্রদান;
(৪) জরুরি সাড়াপ্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকারের সকল পর্যায়ের সমন্বয় নিশ্চিত করা;
(৫) বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক অনুসৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও অনুমোদন করা; এবং
(৬) শহর অঞ্চলে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল গঠন করা।

৩.২। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি (National Disaster Management Advisory Committee)(NDMAC)

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১)(খ) মোতাবেক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:

(১) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত	সভাপতি
(২-৯) সংসদ সদস্য, (ঘূর্ণীঝড় প্রবণ এলাকা হইতে ১ জন ও অপর ৭ বিভাগ হইতে ৭ জনসহ মোট ৮ জন) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
(১০) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(১১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য

(১২) চেয়ারম্যান/প্রধান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(১৩) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(১৪) মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর	সদস্য
(১৫) যুগ্ম সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৬) যুগ্ম সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৮) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
(১৯) মহাপরিচালক, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ	সদস্য
(২০) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(২১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(২২) প্রধান বনরক্ষক, বন অধিদপ্তর	সদস্য
(২৩) পরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(২৪) পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(২৫) ভাইস চ্যানেসেলরের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৬) ভাইস চ্যানেসেলরের প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৭) ভাইস চ্যানেসেলরের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৮) ভাইস চ্যানেসেলরের প্রতিনিধি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৯) প্রতিনিধি, এসইউএসটি	সদস্য
(৩০) ভাইস চ্যানেসেলরের প্রতিনিধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	সদস্য
(৩১) কান্ট্রি ডিরেক্টর, কেয়ার	সদস্য
(৩২)প্রতিনিধি, ব্র্যাক	সদস্য
(৩৩)আবাসিক সমন্বয়ক, জাতিসংঘ, ঢাকা	সদস্য
(৩৪)কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিশ্ব ব্যাংক	সদস্য
(৩৫)পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ: (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩৬)জলবায়ু বিশেষজ্ঞ: (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩৭)ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ:(সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩৮)ভৌত অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ: (গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি)	সদস্য
(৩৯) চেয়ারম্যান ইউজিসি প্রতিনিধি	সদস্য
(৪০)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ: (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৪১)চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
(৪২)প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই	সদস্য
(৪৩)প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ প্রকৌশল ইনস্টিটিউট	সদস্য
(৪৪)চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনসুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
(৪৫)চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পর্ষদ	সদস্য
(৪৬)চেয়ারম্যান, গ্রামীণ ব্যাংক	সদস্য
(৪৭)মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
(৪৮) মহাসচিব, জাতীয় প্রতিবন্ধি ফাউন্ডেশন	সদস্য
(৪৯)মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

(খ) এনডিএমএসি'র সভা :

(১) বছরে দুইবার সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে প্রয়োজন হইলে সভাপতি অতিরিক্ত সভা আহবান করিতে পারিবেন;

(২) ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা, বন্যা পূর্বাভাস, ভূমিকম্প ঝুঁকি ইত্যাদি দুর্যোগের সার্বিক অবস্থা বিবেচনান্তে জনগণকে সম্পৃক্ত করিয়া উপ-কমিটি গঠণের সুপারিশ করিতে পারিবে।কমিটির সভাপতি নির্বাচন করিবার পর কমিটিতে সদস্য হিসাবে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিত্বকে কো-অপ্ট করা যাইতে পারে।

(গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

(১) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াপ্রদান ব্যবস্থাপনায় আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি বিষয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্ত:মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদান;

(২) দুর্যোগ ঝুঁকি ও দুর্যোগ প্রশমনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কমিটির সদস্যদের সক্রিয় ও সচেতন করা এবং কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কে উৎসাহিত করা;

(৩) দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম গঠন করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যাদির সমাধানে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা;

(৪) প্রয়োজন অনুভূত হইলে, বিশেষ প্রকল্পের কাজের জন্য তহবিল ছাড় এবং বিশেষ জরুরি পদ্ধতি ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রক্রিয়া প্রবর্তণের সুপারিশ কারা;

(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা অন্য কোন সংস্থা/ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানের পরামর্শ প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুনর্ভরণে দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার প্রস্তাব করা; এবং

(৭) দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহিত কর্মসূচিসমূহের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন সুপারিশসহ প্রেরণ করা।

৩.৩ । ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটি {Cyclone Preparedness Programme Policy Committee (CPPPC)}

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১)(গ) মোতাবেক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত নীতি নির্ধারণ, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পরিচালনা নীতি ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন করিয়া 'সিপিপি'র বাস্তবায়ন বোর্ড'কে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানসহ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক বাস্তবায়নের কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-র পলিসি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(১) মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সহ সভাপতি
(৩) চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সহ সভাপতি
(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৫) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(১০) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১১) চেয়াম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(১২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(১৩) পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
(১৪) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির সভা:

(১) সিপিপি'র পলিসি কমিটি বছরে কমপক্ষে ১ (এক) বার সভা করিবে;

(২) জরুরি প্রয়োজনে এই কমিটি বিশেষ সভা করিতে পারিবে। নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম মূল্যায়ন সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট কাজের প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং এই কাজে বিশেষজ্ঞের মতামতও গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(৩) সভায় সভাপতিসহ দুই ভাগের ১ ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করা;
(২) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পরিচালনার নীতি ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন করিয়া 'সিপিপি'র বাস্তবায়ন বোর্ড'কে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা;
(৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক বাস্তবায়নের কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা;এবং
(৪) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের অবহিত করিয়া এই কর্মসূচির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।

৩.৪। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড {Cyclone Preparedness Programme Implementaion Board (CPPIB)}

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১)(ঘ) মোতাবেক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, সিপিপি কর্মসূচির কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সুপারিশ করা এবং ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নং সতর্ক (পরিশিষ্ট ৪) সংকেত পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ড গঠিত হইবে, যাথা:

(১) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৩) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)যুগ্ম সচিব(ডিএম), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(৬) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৭) উপ-সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(৯) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
(১১)বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	সদস্য
(১২) প্রতিনিধি, আইএফআরসিএস (International Federation of Red Cross and Red crescent Societies)(যদি থাকে)	সদস্য
(১৩) পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির সভা:

(১) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) বাস্তবায়ন কমিটি বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার সভা করিবে তবে, ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নং সতর্ক সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের জন্য সভা আহবান করিতে হইবে;
(২) সভায় সভাপতিসহ দুই ভাগের ১ ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে;এবং
(৩) সভায় অন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয় এমন প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

(গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) **বাস্তবায়ন বোর্ডের কার্যাবলী**

(১) কর্মসূচির কাঠামো ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও সুপারিশ করা;
(২) কর্মসূচির বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা;
(৩) পলিসি কমিটি কর্তৃক বোর্ডের কাছে ছাড়ের জন্য পেশকৃত কর্মসূচির সব সম্পদের পরিচালনা করা;
(৪) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সব ব্যয় অনুমোদন করা;
(৫) উপকূলীয় অঞ্চলের অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে অগ্রাধিকার ও সঙ্গতি রক্ষা করা; এবং
(৬) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সুষ্ঠুবাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সব কার্যক্রম পালন করা।

৩.৫। ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতাবৃদ্ধি কমিটি (Earthquake Preparedness and Awareness Committee[EPAC])

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১)(ঙ) মোতাবেক ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উল্লিখিত কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:-

(১)মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৪)সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫) সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ,	সদস্য
(৬)সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৭)সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০)সচিব,বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(১১)সচিব, রেলপথ বিভাগ	সদস্য
(১২)সচিব,শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৩)সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
(১৪) সচিব, সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫)সচিব, সড়ক বিভাগ	সদস্য
(১৬)সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৭) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৮)সচিব,স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(১৯) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
(২০) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
(২১) মহাপরিচালক, এন জি ও বুরো	সদস্য
(২২)প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
(২৩)প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(২৪)প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(২৫)প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
(২৬) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(২৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিন)	সদস্য
(২৮) যুগ্ম সচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(২৯)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
(৩০)মহাপরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(৩১)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	সদস্য
(৩২)প্রতিনিধি, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩৩)প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩৪)প্রতিনিধি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
(৩৫)প্রতিনিধি, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩৬)প্রতিনিধি, সিভিল ও পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগ, এসইউএসটি	সদস্য
(৩৭)পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(৩৮)পরিচালক (অপস্ এন্ড প্লান), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
(৩৯)চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য
(৪০) চেয়ারম্যান, জাতীয় প্রতিবন্ধি ফাউন্ডেশন	সদস্য
(৪১) এন জি ও প্রতিনিধি (৩ জন)	সদস্য
(৪২) আই এন জি ও প্রতিনিধি (২ জন)	সদস্য
(৪৩)সচিব, ডেসকো	সদস্য
(৪৪)সচিব, ওয়াসা	সদস্য
(৪৫) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস-সচিব

(খ) কমিটির সভা:

(১) বছরে অন্তত: দুইবার সভা অনুষ্ঠিত হইবে,তবে প্রয়োজন হইলে সভাপতি আরও সভা আহবান করিতে পারিবেন;

(২) সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন; এবং

(৩) ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাসে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে উপ কমিটি গঠনের সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

(১) জাতীয় ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জন্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(২) ভূমিকম্পের অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উপকরণের তালিকা পর্যালোচনা করা; এবং

(৩) ভূমিকম্পের পর ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাস এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তালিকা প্রণয়নের সুপারিশ করা।

৩.৬। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম {National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)}।-

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১)(চ) মোতাবেক **দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম** নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:

(১)সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩)সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(৭) যুগ্ম সচিব (মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(৮) যুগ্ম সচিব, (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(১০) মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(১১)প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১২)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
(১৩)মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
(১৪)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
(১৫)মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
(১৬)মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৭)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
(১৮)যুগ্ম প্রধান, (এস ই আই) পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১৯)প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
(২০)প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(২১)পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(২২)পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
(২৩-২৫) এনজিও প্রতিনিধি ৩ জন (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, সরকার কতৃর্ক মনোনীত)	সদস্য
(২৬) মহাপরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন	সদস্য
(২৭)প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(২৮)প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভূমিকম্প সমিতি	সদস্য
(২৯)প্রতিনিধি, পানি সম্পদ ও পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
(৩০)প্রতিনিধি, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	সদস্য
(৩১)প্রতিনিধি, পরিবেশগত ও ভৌগোলিক তথ্য সেবা কেন্দ্র (সিইজিআইএস)	সদস্য
(৩২)প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য

(৩৩)ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ১ জন (সরকার কর্তক মনোনীত)	সদস্য
(৩৪)পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ ১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩৫)দুর্যোগ ব্যবস্থাপানা বিশেষজ্ঞ ১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৩৬)মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

(খ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম সভা:

(১) বছরে দুইবার সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে প্রয়োজন হইলে সভাপতি অতিরিক্ত সভা আহবান করিতে পারিবেন;
(২) সভায় অন্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন;
(৩) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সাড়া প্রদান কার্যক্রমের জন্য উপ কমিটি গঠন করা যাইতে পারে; এবং
(৪) সভাপতি প্রয়োজনে ৫ জন সদস্যকে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(গ) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী

(১) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা প্রশমনের জন্য আন্ত:সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় করা;
(২) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সহযোগিতা করা, প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের সুপারিশ করা, কর্মসূচি সংক্রান্ত সময়সূচি উপস্থাপন করা এবং হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন অনুসারে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা;
(৩) সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত নীতি ও কর্মসূচিগুলির মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণে কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা;
(৪) জাতীয় পরামর্শকের অনুঘটক হিসাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ঐকমত্য গঠনের জন্য কাজ করা;এবং
(৫) দাতা, উন্নয়ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সম্পদ বরাদ্দে সহায়তা করা (যাহারা স্ব স্ব দেশের পক্ষে এই দেশে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করে না);

৩.৭ জাতীয় দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ (National Disaster Response Coordination Gorup-NDRCG)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতার কারণে একটি সুগঠিত এবং কার্যকর সমন্বয় গ্রুপ থাকা অত্যাবশক। কোন দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা ও সমন্বয় করার প্রয়োজন হইলে এই গ্রুপকে সক্রিয় করা হইবে।

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (৩) মোতাবেক জাতীয় দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় দল নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:

০১	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	সদস্য
০৩	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	সদস্য
০৪	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬	সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ এনডিআরসিজি'র সভায় অংশগ্রহণ করিবেন:
(১) ইনস্পেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ
(২) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
(৩) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

(৪) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
(৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড
(৬) মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(৭) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর
(৮) মহাপরিচালক, পশুসম্পদ সেবা অধিদপ্তর
(৯) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
(১০) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
(১১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(১২) প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ
(১৩) প্রধান প্রকৌশলী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
(১৪) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস
(১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর
(১৬) সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
(১৭) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্লস গাইড
(১৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
(১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন
(২০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার
(২১) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট
(২২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
(২৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
(২৪) চেয়ারম্যান রাজউক/সিডিএ/আরডিএ/কেডিএ/এনএইচএ
(২৫) সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিবর্গ এবং/অথবা প্রতিষ্ঠান

ঢাকা শহরের দুর্যোগ জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রণের ভিত্তিতে সভায় অংশগ্রহণ করিবেন:

(২৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি করপোরেশন
(২৭) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা সিটি করপোরেশন
(২৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা
(২৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস
(৩০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো/ডিপিডিসি
(৩১) পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
(৩২) ডেপুটি কশিনার, ঢাকা

(গ) সভা

(১) প্রয়োজন অনুসারে কমিটি সভায় মিলিত হইবে;এবং
(২) সভায় সভাপতিসহ দুই ভাগের ১ ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(গ) জাতীয় দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় দলের দায়িত্ব

(১) দুর্যোগ অবস্থা মূল্যায়ন করা এবং দুর্যোগ সাড়াপ্রদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সচল করা;
(২) দুর্যোগে সাড়াপ্রদানের জন্য সম্পদ ও দল পাঠানো;
(৩) সতর্ক সংকেতসমূহের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা;
(৪) সাড়াপ্রদান ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করা;
(৫) শহর অনুসন্ধান ও উদ্ধার টাস্কফোর্স দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করা;
(৬) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;
(৭) টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় দ্রুত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি/দ্রব্যাদি পাঠানো নিশ্চিত করা;
(৮) ত্রাণসামগ্রী, তহবিল ও যানবাহন বিষয়ক ও অগ্রাধিকার নির্ণয় ও নির্দেশনা প্রদান করা;
(৯) দুর্যোগকবলিত এলাকায় অতিরিক্ত জনবল ও সম্পদ পাঠানো এবং যোগাযোগ ও সুবিধাদি প্রদানের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য পাঠানোর সুযোগ রাখার সমন্বয় করা;
(১০) দুর্যোগকালে জরুরি অবস্থায় তথ্য প্রবাহ সচল রাখা;

(১১) সিসিডিআর এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং সিসিডিআরকে দুর্যোগ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা;
(১২) বহু সংগঠনের দুর্যোগ ঘটনা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত গাইডলাইন পর্যালোচনা ও সংশোধন করা;
(১৩) প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপের ব্যাপারে সুপারিশ করা; এবং
(১৪) কোন দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জরুরি সহযোগিতার জন্য যে কোনো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কিম্বা কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা এতদউদ্দেশ্যে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত অন্যন্য সুবিধাদি হুকুমদখলে জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান।

৩.৮। দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১)(ছ) মোতাবেক **দুর্যোগ সতর্ক বার্তা দ্রুত প্রচার, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি** নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(১)মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সভাপতি
(২)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার	সদস্য
(৩)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন	সদস্য
(৪)মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	সদস্য
(৬)চেয়ারম্যান, ওয়াটার রিসোর্স প্লানিং অর্গানাইজেশন (ওয়ারপো)	সদস্য
(৭)নির্বাহী প্রকৌশলী, বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ কেন্দ্র (এফএফডব্লিউসি)	সদস্য
(৮)চেয়ারম্যান, স্পেস রিসার্স এন্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো)	সদস্য
(৯)চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১০) উপ সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-১)	সদস্য
(১১)পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	সদস্য
(১২)পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
(১৩)পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

(খ) কমিটির সভা:

(১) প্রয়োজন অনুসারে কমিটি সভায় মিলিত হইবে; এবং
(২) কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সংস্থা হইতে প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(গ) কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী (পরিশিষ্ট ১,৩,৪,৫ ও ৬ এর সাথে সম্পর্কিত)

(১) দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্ক বার্তা প্রচারের উপায়, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করা;
(২) আবহাওয়া বুলেটিন ও সংকেত প্রচার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এবং এ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা;
(৩) গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রচার কী ভাবে কার্যকর করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে বিভিন্ন পন্থা নিয়া আলোচনা ও সুপারিশ করা;
(৪) জনসাধারণের মধ্যে আবহাওয়া সংকেত দ্রুত প্রচারের পথ ও উপায়সমূহ নির্ধারণ করা;
(৫) আবহাওয়া সতর্ক বার্তা সংক্রান্ত গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;এবং
(৬) বিবিধ।

৪। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গ্রুপ

বৈশিষ্ট্যগতভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হইতেছে বিভিন্ন ক্ষেত্র ভিত্তিক, যে কারণে এখানে বিভিন্ন সংগঠন, বিভাগ, সংস্থা, মন্ত্রণালয় ইত্যাদি'র ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগ ও সমন্বয় কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে। বিশেষ করিয়া দুর্যোগকালীন সময়ে স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থা/অফিস বা সংগঠন সমূহের সমন্বয় পদক্ষেপের সফলতার অবস্থাকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং গৃহীত কর্মপন্থার সমন্বয় ব্যবস্থা একটি সুষ্ঠু ও অধিক কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়িয়া তোলে যাহা গণসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সিটি কর্পোরেশনে "**সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**" (সিসিডিএমসি) গঠন করা হয়। সিসিডিএমসিকে কর্পোরেশনের এলাকাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হয় যথা-প্রতিরোধ, উপশম, প্রস্তুতি, সাড়াপ্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম প্রভৃতি। একইভাবে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

৪.১। সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (City Corporation Disaster Management Committee-CCDMC)

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (১)(ক) মোতাবেক নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

১	মেয়র, সিটি করপোরেশন	১	সভাপতি
২	চেয়ারম্যান, রাজউক/কেডিএ/সিডিএ/আরডিএ/এনএইচএ/পোর্ট অথরিটি/সিটি করপোরেশন(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১	সদস্য
৩	সভাপতি, সংশ্লিষ্ট নগরের শিল্প ও বণিক সমিতি	১	,,
৪	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)	১	,,
৫	সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার	১	,,
৬	ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সকল)	-	,,
৭	প্রধান প্রকৌশলী, সিটি করপোরেশন	১	,,
৮	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন (যদি থাকে)	১	,,
৯	মহাব্যবস্থাপক (যানবাহন), সিটি করপোরেশন (যদি থাকে)	১	,,
১০	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ (যদি থাকে)	১	,,
১১	প্রধান পয়ঃনিষ্কাশন কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন (যদি থাকে)	১	,,
১২	গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি	১	,,
১৩	প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ	১	,,
১৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি	১	,,
১৫	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি	১	,,
১৬	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি এর প্রতিনিধি,	১	,,
১৭	মহাপরিচালক, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি,	১	,,
১৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স-এর প্রতিনিধি	১	,,
১৯	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)-এর প্রতিনিধি,	১	,,
২০	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি,	১	,,
২১	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	১	,,
২২	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোট অথরিটির প্রতিনিধি(বিআরটিএ)	১	,,
২৩	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১	,,
২৪	তথ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	১	,,
২৫	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	,,
২৬	গ্যাস বিতরণ কোম্পানির প্রতিনিধি (তিতাস বা অন্যান্য)	১	,,
২৭	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (ঢাকার বাইরে)/ডিপিডিসি (ঢাকার ক্ষেত্রে)/এবং ডেসকোর প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি	১	,,
২৮	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সামাজিকভাবে গ্রাহ্য ব্যক্তি বা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, শিক্ষক, ধর্মীয়	৪	,,

	ব্যক্তিত্ব)		
২৯	সভাপতি, সন্ধানী (ঢাকার জন্য)/ ঢাকার বাইরের ক্ষেত্রে সভাপতির প্রতিনিধি	১	,,
৩০	মহিলা প্রতিনিধি (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মনোনীত)	১	,,
৩১	সিটি করপোরেশন এলাকায় কর্মরত এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	৩	,,
৩২	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি	১	,,
৩৩	পরিচালক, বিএনসিসি (ঢাকা), বিএনসিসির প্রতিনিধি অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে	১	,,
৩৪	বাংলাদেশ স্কাউটের প্রতিনিধি	১	,,
৩৫	গার্লস গাইডের প্রতিনিধি	১	,,
৩৬	ওয়াসার প্রতিনিধি	১	,,
৩৭	আঞ্জুমান এ মফিদুল ইসলামের প্রতিনিধি	১	,,
৩৮	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন	১	সদস্য সচিব

ক.১ সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যগণ, সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা হিসাবে থাকিবেন; এবং

ক.২ স্থানীয় অবস্থা ও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় কমিটি, উপকমিটি বা ওয়ার্ড কমিটি গঠনের জন্য কমিটির সভাপতি সর্বোচ্চ তিন জন সদস্য কো-অপট করিতে পারিবেন।

(খ) সভাসমূহ:

(১) স্বাভাবিক সময়ে কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে;

(২) সতর্ককালীন পর্যায়ে ও দুর্যোগপূর্ব সময়ে কমিটি সপ্তাহে একাধিকবার সভায় মিলিত হইবে;

(৩) দুর্যোগকালে কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক একাধিক সভায় মিলিত হইবে এবং সপ্তাহে অন্তত একবার সভা করিবে;

(৪) উদ্ধার পর্যায়ে কমিটি সপ্তাহে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে;

(৫) প্রয়োজনে এই কমিটি যে কোন সময়ে সভায় মিলিত হইতে পারিবে এবং কমিটির কিছু সদস্য অন্য কোন উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভায় যোগ দিতে পারিবেন;

(৬) কমিটি তার এলাকাধীন কোন সদস্য বা বিশেষজ্ঞকে কোন নির্দ্দিষ্ট সভায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবে;

(৭) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগ চলাকালে চার ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে;এবং

(৮) প্রতি বছর জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি স্বাক্ষরিত সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পাঠাইতে হইবে। এইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পাঠাইতে হইবে। সিটি কর্পোরেশনগুলির নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে সিসিডিএমসি পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(গ) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

(অ) ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক:

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত রাখিয়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ করিয়া ভূমিকম্প সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা এবং জরুরি সাড়াপ্রদান কার্যক্রমের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা;

(২) সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা, সে বিষয়ে সভা করা এবং ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ (অগ্নিকান্ড, বন্যা ইত্যাদি) সম্পর্কে একটি আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা। জীবনরক্ষা সহায়তাকারী সকল সংস্থা যেমন- ওয়াসা, ডেসা, পিডিবি, গ্যাস কোম্পানি ও টিএন্ডটির ভূমিকম্প বা অগ্নিকান্ডের মতো দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় (হতাহতদের উদ্ধার ইত্যাদি) নিজস্ব আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং কার্যকরণ নিশ্চিত করা;

(৩) বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক সুস্থতা, সামাজিক মর্যাদা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা;

(৪) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৫) সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে যে সংস্থাগুলি বিভিন্ন উন্নয়নবিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করিতেছে এবং যাহারা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করিতে সহযোগিতা করিতেছে তাহাদের সহিত নিয়মিত সভার আয়োজন করা;

(৬) জীবন রক্ষাকারী জরুরি সেবাসমূহ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য সেবাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা এবং ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করা;

(৭) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করা;

(৮) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলি যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বাড়াইবার জন্য সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে দুর্যোগ সংঘটিত হইলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(৯) পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবহিত করা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতার দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং উক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা নিশ্চিত করা;

(১০) দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, অধিক বৃষ্টিপাত, বন্যা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, পাহাড়ি ঢল, অত্যধিক তাপ ও শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত পূর্বাভাস খুব দ্রুততার সহিত কার্যকরভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং দুর্যোগকালে জানমাল রক্ষায় তাহারা যেন কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে সেই ব্যাপারে তাহাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(১১) বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগে সহনশীল স্থাপনা তৈরিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১২) দুর্যোগসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করিয়া তোলা। ভূমিকম্প প্রতিরোধী স্থাপনা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কারিগরদের প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(১৩) দুর্যোগকালে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকজন যাহাতে উন্মুক্ত কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে এমন সুনির্দিষ্ট নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয়কেন্দ্রল ঠিক করা এবং আশ্রয়কেন্দ্র/স্থলের সেবা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া;

(১৪) আশ্রয়কেন্দ্র/ আশ্রয়স্থলের নিকটস্থ কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবাসহ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১৫) শিক্ষার্থী, যুব সমাজ, স্থানীয় ক্লাবসমূহের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের পানি বিশুদ্ধকরণ কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাহাতে তাহারা দুর্যোগকালে/জরুরি মুহূর্তে তাহাদের নিজেদের এলাকার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করিতে পারে;

(১৬) হতাহতদের চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য মাঠ পর্যায়ে হাসপাতাল স্থাপন ও চিকিৎসা কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের কোন উন্মুক্ত স্থান ঠিক করিয়া রাখা। দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে নিরাপদ স্থানে মজুদ রাখা;

(১৭) প্রাথমিক ত্রাণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১৮) সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, উদ্ধার, অনুসন্ধান ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্পৃক্ত মহড়ার আয়োজন করা (প্রয়োজন হইলে কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট সহযোগিতা চাহিতে পারে);এবং

(১৯) সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

(আ) জরুরি সাড়া বিষয়ক:

(আ.১) সতর্ককালীন পর্যায়

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সরাইয়া লইয়া উদ্ধারকার্যে গৃহীত প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা, উদ্ধারকারী দল ও তাহাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং উদ্ধারকারী দলকে প্রস্তুত রাখা;

(২) আপদ-পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণকে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত করা এবং পুরো নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা (পরিশিষ্ট ৪,৫);

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক ও ব্যক্তিবর্গ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা।

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকট নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ/পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিয়া রাখা;

(৫) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা যাচাই করা এবং তাহা নিরাপদ স্থানে মজুদ করিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;এবং

(৬) দুর্যোগকালীন সময়ে যেসব জরুরি কার্যক্রম সম্পাদন করিতে হইবে তাহার একটি চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

(আ.২) দুর্যোগকালীন পর্যায়

(১) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে অন্যদের উদ্ধার কার্যক্রমেও সহযোগিতা করা;

(২) স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত সুবিধাদি বা জরুরি সাহায্য ব্যবহার করিয়া প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য, ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন তৈরি ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই এবং ডায়রিয়ায় প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণ নিশ্চিত করিতে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব জনসাধারণকে যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত করিতে না পারে সেইজন্য তাহাদেরকে যথাসময়ে সম্পৃক্ত সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫ দুর্যোগকালে স্থানীয় ও বাহির হইতে আগত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য স্থানে বসবাসরত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার করা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(৮) জনগণকে তাহাদের গুরত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ (গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, দলিলাদি, কেরোসিন তেল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও, টর্চলাইট, মোবাইল ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা।

(আ.৩) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় (পরিশিষ্ট ৭ এর সাথে সম্পর্কিত)

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রেরণ করা;

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে, সরকারীভাবে সংগৃহীত কিংবা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে বরাদ্দ ও বিতরণ করা;

(৩) সরকার ও দাতাসংস্থার নিকট হইতে গৃহীত/প্রাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রীর হিসাব সংরক্ষণ এবং তাহা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা (দাতাসংস্থা ত্রাণ তহবিল প্রদান করিয়া থাকিলে)।

(৪) দুর্যোগ শেষে জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের নিজ বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জমি লইয়া আইনগত কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে দুর্যোগের পরে যাহাতে তাহাদের ঐ বাড়িতে/জমিতে ফিরিয়া যাইতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা;

(৫) বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সুধীজনের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা যাহাতে দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারে;

(৬ দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিগণ যাহাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা হইতে যথাসময়ে যথাযথ সেবা পায় তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান, প্রয়োজন হইলে জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(৭) দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী অভিজ্ঞতা এবং সম্পাদিত কর্মকান্ড হইতে লব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে মত বিনিময়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা; এবং

(৮) উপর্যুক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৪.২। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (১)(খ) মোতাবেক জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

০১	জেলা প্রশাসক	০১	সভাপতি
০২	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	০১	সদস্য
০৩	জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের প্রধানগণ (পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, উপ-পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ), জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা পশসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নির্বাহী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি), উপ-পরিচালক (সমাজ কল্যান), উপ-পরিচালক (যুব উন্নয়ন), জেলা সমবায় কর্মকর্তা, জেলা আনসার ভিডিপি অ্যাডজুট্যান্ট, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী (পানি উন্নয়ন বোর্ড), নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত অধিদপ্তর), নির্বাহী প্রকৌশলী (আর এন্ড এইচ), সহকারি পরিচালক/উপ-সহকারি পরিচালক (এফএসসিডি), ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ বিআইএসআইসি, জেলা প্রশাসক মনোনীত রাষ্ট্রায়াত্ত বানিজ্যক ব্যাংকের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা	২২	’’
০৪	সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান		”
০৫	জেলা সদর পৌরসভার মেয়র	১	’’
০৬	সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	’’
০৭	মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	২	’’
০৮	আবাহাওয়া অধিদপ্তরের স্থানীয় প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	”
০৯	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	’’
১০	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	’’
১১	এনজিও এর প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক এনজিও এর প্রতিনিধি)	৩	’’
১১	সামাজিকভাবে গণ্যমান্য ব্যক্তি বা সুশীল সমাজ প্রতিনিধি (প্রেসক্লাব সভাপতি, আইনজীবী সমিতির সভাপতি, বণিক সমিতির সভাপতি,প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কলেজ/মাদ্রাসার অধ্যক্ষ,ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জেলা প্রতিনিধি, কমিউনিটি রেডিও বা বেতারের প্রতিনিধি ও পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতির সভাপতি)	১০	’’
১২	জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জেলা কমান্ডার	১	’’
১৩	জেলা স্কাউটের সাধারণ সম্পাদক	১	’’
১৪	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ফোরামের জেলা কমিটির সভাপতি	১	’’
১৫	প্রতিবন্ধি ফোরাম বা সমিতির প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	১	
১৬	সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি (দুর্যোগকালে)	১	’’
১৭	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	১	সদস্য সচিব

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এই কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন। জেলার ভিতর যদি কোন সিটি করপোরেশন থাকে তাহা হইলে উক্ত সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য হিসাবে থাকিবেন; এবং

(খ) স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন এবং গ্রুপ বা সাব-গ্রুপ গঠন করিতে পারিবেন।

(২) সভাসমূহ

(১) স্বাভাবিক সময়ে এই কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে;

(২) দুর্যোগ সতর্ক সংকেত প্রচারকালে বা দুর্যোগ পূর্বমুহূর্তে কমিটি সপ্তাহে একাধিকবার সভায় মিলিত হইবে;

(৩) দুর্যোগকাল হইতে পুনরুদ্ধার সময়কালে কমিটি যখনই প্রয়োজন তখনই সভায় মিলিত হইবে, কমপক্ষে সপ্তাহে একবার সভা করিবে;

(৪) এই কমিটির কিছু সদস্য অন্য উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভায়ও যোগ দিতে পারিবে;

(৫) এই কমিটি প্রয়োজনে স্থানীয় কোন সদস্য বা বিশেষজ্ঞগণকে নির্দিষ্ট কোন সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবে;

(৬) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। সতর্ককালে এবং দুর্যোগকালে চার ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে;

(৭) জেলা প্রশাসক প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দের একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পাঠাইবে। পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উহা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবে। এই ক্ষেত্রে পূববর্তী বছরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও তাহার তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(৩) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

(ক) ঝুঁকিহ্রাস

(১) উপজেলা ও পৌরসভা (গ্রেড 'এ') দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ যাহাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারে এবং তথ্য, উপাত্ত ও প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান যাহাতে কাজে লাগাইতে পারে তাহা নিশ্চিত করা;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করিয়া দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা;

(৩) জেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ঝুঁকি সৃষ্টির উপাদান এবং ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা নির্মাণের সময় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) যাহাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) উপজেলা ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত "আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ" সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে "আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ" বিষয়ক একটি সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তাহা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

(৫) আপদকালীন পরিকল্পনা (ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ডের উপর গুরুত্বারোপসহ) প্রস্তুত করা ও নিয়মিত হালনাগাদ করা;

(৬) প্রতিটি উপজেলা ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করিয়া জেলা পর্যায়ের অনুরূপ একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং তাহা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

(৭) উপজেলা ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাকে সমন্বিত করিয়া জেলা পর্যায়ে একটি স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৮) জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অবস্থা নিয়মিত পর্যালোচনা করা;

(৯) জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল সৃজনে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা;

(১০) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা;

(১১) দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করে জনগণকে সচেতন করা;

(১২) দুর্যোগকে দক্ষতার সহিত যথাযথভাবে মোকাবেলায় জেলায় কর্মরত সকল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাসমূহকে প্রস্তুত রাখা এবং সেই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ১৩ ক্রমিকের বিষয়াদি বিবেচনায় লইয়া জেলা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(১৩) বিভিন্ন দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, শৈত্য প্রবাহ, ভূমিধস, পাহাড়ি ঢল, নদী ভাঙন ইত্যাদি) সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যে জেলার সব কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/ প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে। জেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

(১৪) জেলা সদর হইতে জনসাধারণকে স্থানান্তর করিতে নির্দিষ্ট নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয়কেন্দ্র ঠিক করা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার উপর অর্পণ করা। ইহাছাড়া তাহাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সব বিভাগকে নির্দেশ প্রদান যাহাতে তাহারা ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে পারে;

(১৫) জেলা সদরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, নিরাপত্তা ও অন্য সেবাগুলি নিশ্চিত করা এবং ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে একই ধরনের সেবা ও সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(১৬) ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করিতে সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। একই সঙ্গে ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উদ্ধার কার্যক্রম এবং জরুরি ত্রাণ কার্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং জেলা সদর, উপজেলা সদর ও পৌরসভা (গ্রেড এ)সহ জেলার প্রত্যন্ত এলাকা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(১৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও উপজেলা/পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ে মাঝে মাঝে মহড়ার আয়োজন করা;এবং

(১৮) উপজেলা ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা ও কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিকট নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন পাঠানো।

জরুরি সাড়াপ্রদান

সতর্ককালীন পর্যায়

(১) পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচার করা, স্থানান্তর পরিকল্পনা অনুসারে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর করা, উদ্ধার কার্যক্রমের সমুদয় প্রস্তুতি পরীক্ষা করা এবং উদ্ধার দলকে প্রস্তুত রাখা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে আপদ-পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠে নিয়োজিত করা এবং পুরো নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের নিকটে নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিয়া রাখা;

(৫) প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর ছোট আকারে মহড়ার আয়োজন করা এবং সঠিকভাবে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ পৌরসভা পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং তাহা মজুদ করিতে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা;এবং

(৭) জরুরি কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সময়সূচিসহ জরুরি কার্যক্রমের একটি চেকলিস্ট প্রস্তুত করা।

দুর্যোগকালীন পর্যায়

(১) জেলা পর্যায়ে স্থানান্তর, উদ্ধার, ত্রাণ ও প্রাথমিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র (তথ্য কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ)' পরিচালনা করা;

(২) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং মারাত্মকভাবে আক্রান্ত উপজেলা ও পৌরসভায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য উদ্ধার দল পাঠানো;

(৩) ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব থেকে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে স্থানীয় ও বাহির হইতে আগত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের (নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয় কেন্দ্র বা অন্য কোন স্থানে) প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(৮) জনগণকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তেল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা।

দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় (পরিশিষ্ট ৭ এর সাথে সম্পর্কিত)

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা অন্য কোন জাতীয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সত্যতা যাচাই করিয়া এবং কর্মকর্তা বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে জরুরি জরিপকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ও চাহিদা নির্ণয় করা;

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা ও সঞ্চিত সম্পদের এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের অগ্রাধিকার চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা;

(৩) জেলা পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সতর্কতার সঙ্গে পুনর্বাসন কার্যক্রমের আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে উপজেলা ও পৌরসভাকে বণ্টন ও বিতরণ করা;

(৫) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অধীনে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী বণ্টন তদারকি করা ও তাহার হিসাব সংরক্ষণ করা এবং তাহা জাতীয় কর্তৃপক্ষ বা ত্রাণদাতা সংস্থাগুলির নিকট পাঠানো;

(৬) দুর্যোগের কারণে স্থানচ্যুত জনগণ পুনরায় যেন তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া যাইতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা যেন দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় দুর্যোগকবলিত লোকজনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করা;

(৮) দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন যেন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা হইতে যথাসময়ে যথাযথ সেবা পায় তাহা নিশ্চিত করিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান, প্রয়োজনে জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ;

(৯) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজ হইতে অর্জিত শিক্ষা দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা;

(১০) জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের সার্বিক দায়িত্ব পালন করা; এবং

(১১) উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৪.৩। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (১)(গ) মোতাবেক উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে,যথা:-

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা	পদবি
১	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	০১	চেয়ারপারসন
২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১	সদস্য
৩	উপজেলা সদরে অবস্থিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পৌরসভার মেয়র	০১	সদস্য
৪	উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান	০২	সদস্য
৫	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/চেয়ারম্যানবৃন্দ	--	সদস্য
৬	উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ (উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি),উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি)	১৮	সদস্য
৭	ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার, যদি থাকে, সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের মধ্য হইতে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্য	৩	ঐ
৮	সভাপতি, বিআরডিবি/কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	১	ঐ
৯	সহকারী পরিচালক,সিপিপি(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১	ঐ
১০	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১	ঐ
১১	এনজিও প্রতিনিধি (স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক এনজিও সমূহের মধ্য হইতে ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	৩	ঐ
১২	স্থানীয় খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি বা সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি (প্রেসক্লাবের সভাপতি, বণিক সমিতির সভাপতি এবং কলেজ বা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	৩	ঐ
১৩	উপজেলা কমান্ডার,মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল	১	ঐ
১৪	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	১	সদস্য সচিব

(ক) স্থানীয় সংসদ সদস্য/সদস্যা কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন;

(খ) স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন; এবং

(গ) বিভিন্ন ইউনিয়নে অবস্থিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দকে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো যাইতে পারে, যাহাতে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রাম পর্যায় হইতে অধিকতর তথ্যাদি লাভে সক্ষম হয়।

(২) সভাসমূহ:

(১) স্বাভাবিক সময়ে এই কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে;

(২) সতর্ককালে বা দুর্যোগ পূর্বমুহূর্তে সপ্তাহে একাধিকবার সভায় মিলিত হইবে;

(৩) দুর্যোগকালে প্রয়োজনমত (দিনে অন্তত একবার) এবং সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সভা করিবে;

(৪) পুনরুদ্ধার পর্যায়ে কমিটি সপ্তাহে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে;

(৫) বিশেষ প্রয়োজনে এই কমিটি জরুরী সভায় মিলিত হইতে পারিবে এবং কমিটির কিছু সদস্য অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভায় যোগ দিতে পারিবেন;

(৬) এই কমিটি প্রয়োজনে স্থানীয় কোন সদস্য বা বিশেষজ্ঞগণকে নির্দিষ্ট কোন সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবে;

(৭) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। সতর্ককালীন এবং দুর্যোগ চলাকালে চার ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে; এবং

(৮) প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি স্বাক্ষরিত উপজেলা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা এবং ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা কর্তৃক পেশকৃত হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুলিপি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পেশ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(৩) উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

ঝুঁকিহ্রাস

(১) ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করিতে সহযোগিতা করা, যাহাতে এই কমিটিগুলি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারে, সঠিক তথ্য পাইতে পারে এবং প্রশিক্ষণ হইতে অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাইতে পারে;

(২) ইউনিয়ন ও পৌরসভাস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলিকে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কতা ব্যবস্থা, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কৌশল উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

(৩) ইউনিয়ন, উপজেলাস্থ পৌরসভা এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্যোগ ঝুঁকি এবং ঝুঁকি কমানোর বিষয়টি পূর্ণভাবে বিবেচিত হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন, ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা পর্যায়ে নিয়মিত দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজনে ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা এবং এর অগ্রগতি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা;

(৫) ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ করিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ" প্রতিবেদনগুলি সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের একটি "আপদ, বিপাদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন" প্রস্তুত করা;

(৬) ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা এবং অবস্থান মানচিত্র সমন্বিত করিয়া উপজেলা পর্যায়ের একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তালিকা ও অবস্থান মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং তাহা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পাঠানো;

(৭) সনাক্তকৃত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং সব ইউনিয়ন ও পৌরসভার কর্মপরিকল্পনা সমন্বিত করিয়া একটি উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সেই কর্মপরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ;

(৮) ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহযোগিতা করা এবং স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পাশাপাশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা গুলির বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(৯) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি যেন সুষ্ঠুভাবে (প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী) স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠন করিতে পারে সেই জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা;

(১০) উপজেলা পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি এবং অন্যান্য কার্যাবলী সম্পর্কে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা;

(১১) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলি যেন দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে যাহাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা;

(১২) বিভিন্ন দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, টর্নেডো, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, শৈত্য প্রবাহ, পাহাড়ি ঢল, নদী ভাঙন, ভূমি ধস ইত্যাদি) সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে উপজেলার সকল কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/ প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা কর্তৃপক্ষ,

স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে দুর্যোগ সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের মাধ্যমে দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে পারে;

(১৩) ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় / জলোচ্ছাস / সুনামি / ভূমিকম্প / টর্নেডো / বন্যা/ জলাবদ্ধতা /লবণাক্ততা / পাহাড়ি ঢল / শৈত্য প্রবাহ) সহনশীল স্থাপনা (ঘর-বাড়ি, স্কুল ও অন্যান্য) তৈরিতে সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে;

(১৪) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ও উপজেলাস্থ পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১৫) জরুরি মুহূর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্রে /আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তাহা ঠিক করা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা। একই সঙ্গে ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা। যাহাতে তাহারা উক্ত কাজগুলি অধিক দক্ষতার সঙ্গে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করিতে পারে;

(১৬) উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা। যাহাতে তাহারা উক্ত কাজ অধিক দক্ষতার সঙ্গে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করিতে পারে;

(১৭) ছাত্র-ছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দিতে ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলিকে সহযোগিতা করা। যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরী মুহূর্তে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সাহায্য না পৌঁছায় ততক্ষণ পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পানি সরবরাহ করিতে পারে;

(১৮) সমাজভিত্তিক কিছু উঁচু স্থান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতা করা, স্বাভাবিক সময়ে যাহা খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানি কাঠ, রেডিও ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসহ মানুষকে উক্ত স্থানগুলিতে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে;

(১৯) দুর্যোগকালে ব্যবহার করার মতো জীবন রক্ষাকারী জরুরি ঔষধসমূহ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে মজুদ রাখিতে ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলিকে সহযোগিতা করা;

(২০) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা এবং জেলা সদর ও ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনে স্থানীয় ব্যবস্থা সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা;

(২১) ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম এবং এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পাঠানো;

(২২) সতর্ক বার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা (প্রয়োজনে কমিটি জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট সহযোগিতা চাহিতে পারে); এবং

(২৩) যদি কোন ইউনিয়নে দুই বা ততোধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষক থাকে এবং কোন ইউনিয়নে একজনও প্রশিক্ষক না থাকে তাহা হইলে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশিক্ষকবিহীন ইউনিয়ন কমিটিতে প্রশিক্ষক কো-অপট করিবার জন্য একাধিক প্রশিক্ষক আছেন এমন ইউনিয়ন হইতে একজন প্রশিক্ষককে মনোনীত করিতে পারিবেন।

জরুরি সাড়াপ্রদান

সতর্ক পর্যায়

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা, উদ্ধারকারী দল ও তাহাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া বিদ্যমান ব্যবধান কমাইতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণকে আপদ-পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য মাঠে নিয়োজিত করা এবং সমগ্র নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকরা সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা।

আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিয়া রাখা যাহাতে দুর্যোগকালে এই উৎসগুলি হইতে জনগণ নিরাপদ ও সুপেয় পানি পাইতে পারে;

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী পানির উৎস-এর বাস্তব চিত্র পর্যলোচনা করা এবং প্রয়োজনবোধে, দুর্যোগকালীন সময়ে জনগণ যাহাতে এই সব উৎস হইতে নিরাপদ পানীয় জল পাইতে পারে তাহা নিশ্চিত করত: সমস্যা নিরসনে সচেষ্ট হওয়া;

(৫) ছাত্র-ছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব সদস্য, ও স্বেচ্ছাসেবীদের স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার ও জরুরি মুহূর্তে দুর্যোগ আক্রান্তদের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত হইতে মহড়ার আয়োজন করা এবং এই ধরনের পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা;

(৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করিবার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা; এবং

(৭) দুর্যোগকালে যেই সব জরুরি কাজ করিতে হইবে তাহার একটি চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

(১) উপজেলা পর্যায়ে অপসারণ, উদ্ধার ও ত্রাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য 'জরুরি পরিচালনা কেন্দ্র' (ইওসি) পরিচালনা করা;

(২) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যদের সহযোগিতা করা;

(৩) উপজেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা (কার কতটুকু কী ধরনের ত্রাণ দরকার) নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে স্থানীয় ও বাহির হইতে আগত ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৮) জনগণকে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তেল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা; এবং

(৯) প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি (ট্যাবলেট) ব্যবহারের উপর ইউনিয়ন ও পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরি ভিত্তিতে উপকরণগুলি বিতরণ করা।

দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়

(১) উপজেলা প্রকৌশলী ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং তাহা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ;

(২) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার তালিকা, প্রাপ্যসম্পদ, ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় তথ্য জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ;

(৩) ভবিষ্যৎ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনায় লইয়া পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

(৪) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ উপজেলা প্রকৌশলী এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৫) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী বিতরণের বিষয় তদারকি, হিসাবাদি সংরক্ষণ এবং তাহা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ (যদি দাতা সংস্থা ত্রাণ তহবিল প্রদান করিয়া থাকেন);

(৬) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা যাহাতে দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়;

(৭) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের দায়িত্বশীল মানুষের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করা;

(৮) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যেন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা হইতে যথাসময়ে যথাযথ সেবা পায় তাহা নিশ্চিত করা, প্রয়োজন হইলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সহযোগিতার জন্য সুপারিশ করা;

(৯) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজ হইতে অর্জিত শিক্ষা লইয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরসমূহের দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করা; এবং

(১০) উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী/নির্দেশাবলী ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৪.৪। পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (১)(খ) মোতাবেক পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে,যথা:-

০১	পৌরসভা মেয়র	১	সভাপতি
০২	পৌরসভা কমিশনার/কাউন্সিলর (সকল)	----	সদস্য
০৩	পৌরসভা মেডিক্যাল অফিসার/স্যানিটারী পরিদর্শক	১	সদস্য
০৪	পৌরসভা নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী	১	সদস্য
০৫	কৃষি কর্মকর্তা (উপ- পরিচালক (কৃষি) কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
০৬	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (উপ- পরিচালক(এফপি) কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
০৭	নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রতিনিধি	১	সদস্য
০৮	সভাপতি, জেলা/উপজেলা প্রেসক্লাব	১	সদস্য
০৯	এনজি'ও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক এনজিওর একজন করে প্রতিনিধি)	৩	সদস্য
১০	সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি	১	
১১	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	সদস্য
১২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	--	সদস্য
১৩	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
১৪	খ্যাতিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
১৫	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	সদস্য
১৬	অধ্যক্ষ কলেজ/মাদ্রাসা/স্কুল (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
১৭	সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তার প্রতিনিধি	১	সদস্য
১৮	সভাপতি, শিল্প ও বনিক সমিতি	১	সদস্য
১৯	নারী বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি	১	সদস্য
২০	নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডিবি প্রতিনিধি / মহাব্যবস্থাপক, আরইবি	১	সদস্য
২১	উপজেলা পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি	১	সদস্য
২২	আনসার/ভিডিপি কর্মকর্তার প্রতিনিধি	১	সদস্য
২৩	পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা সচিব	১	সদস্য সচিব

(ক) স্থানীয় সংসদ সদস্য/সদস্যগণ এই কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন;

(খ) গ্যাস পরিবেশক কোম্পানীর প্রতিনিধি (যদি, পৌরসভাটি গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের আওতাধীন হয়);এবং

(গ) স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজন বোধে সর্বোচ্চ তিন জন সদস্য কো-অপ্ট এবং দল ও উপদল গঠন করিতে পারিবেন।

(২) সভা সমূহ

(১) স্বাভাবিক সময়ে কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে;

(২) সতর্ককালে বা দুর্যোগপূর্বমুহূর্তে কমিটি সপ্তাহে একাধিকবার সভা করিবে;

(৩) দুর্যোগকালে কমিটি যখনই প্রয়োজন (দৈনিক একবার) এবং সপ্তাহে ন্যূনতম একবার সভা করিবে;

(৪) পুনরুদ্ধার পর্যায়ে কমিটি সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হইবে;

(৫) বিশেষ প্রয়োজনে কমিটি সভায় মিলিত হইতে পারিবে বা কমিটির কিছু সদস্য অন্যান্য উন্নয়নবিষয়ক কমিটির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভায় যোগ দিতে পারিবে;

(৬) কমিটি প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট সভায় স্থানীয় কোন সদস্য বা বিশেষজ্ঞকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিতে পারিবে;

(৭) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তিন ভাগের একভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। সতর্ককালে এবং দুর্যোগ চলাকালে চার ভাগের একভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে; এবং

(৮) প্রতি বছর জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে উপজেলা/জেলা ডিএমসি (জেলা পৌরসভার ক্ষেত্রে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পেশ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(২) পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

ঝুঁকিহ্রাস

(১) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অবহিত করা, উক্ত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতার উদাহরণ ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(২) দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার নিয়মিত আয়োজন করা এবং তাহা জেলা ('এ' গ্রেড পৌরসভারক্ষেত্রে) ও উপজেলা ('বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভারক্ষেত্রে) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা;

(৩) পৌরসভা পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য আপদের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৪) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা;

(৫) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এবংবিপদাপন্নতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;

(৬) পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পাশাপাশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা) নিয়মিত সভা আয়োজন করা;

(৭) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠন করা;

(৮) কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কার্যক্রমবাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা ('এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা ডিএমসি এবং 'বি' ও 'সি' পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা ডিএমসি);

(৯) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলি যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বাড়াইতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(১০) বিভিন্ন দুর্যোগ (টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস, নদী ভাঙ্গন, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভরাজোয়ার, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি) সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে, স্বেচ্ছাসেবী এবং অভিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে দুর্যোগকালে তাহাদের জানমাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১১) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা দুর্যোগে (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ভূমিকম্প, টর্নেডো, বন্যা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, ভরাজোয়ার, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি) সহনশীল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিতে পারে।

(১২) আপদ সহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১৩) দুর্যোগকালে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্রে/আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহা ঠিক করা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা;

(১৪) জেলা কর্তৃপক্ষের ('এ' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে) এবং উপজেলা কর্তৃপক্ষের ('বি' ও 'সি' গ্রেড পৌরসভার ক্ষেত্রে) সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও প্রয়োজনে অন্যান্য সেবাসমূহ সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১৫) শিক্ষার্থী, যুবসম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাবের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সাহায্য না পৌঁছায় ততক্ষণ নিজেদের জনগোষ্ঠীর নিকট বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়;

(১৬) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদানের ভিত্তিতে সমাজভিত্তিক কিছু উঁচু স্থান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানী কাঠ, রেডিও ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীসহ মানুষকে উক্ত স্থানসমূহে স্থানান্তরিত করা যায়;

(১৭) দুর্যোগকালে ব্যবহার করার মতো জীবনরক্ষাকারী জরুরি ঔষুধসমূহ পৌরসভা পর্যায়ে পৌরসভা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে/ডিসপেনসারীতে মজুদ রাখা;

(১৮) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা এবং জেলা/উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের স্থানীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা; এবং

(১৯) সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা (প্রয়োজনে কমিটি উপজেলা কর্তৃপক্ষের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারে)।

জরুরি সাড়াপ্রদান

সতর্ক পর্যায়

(১) সতর্কীকরণ ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা, উদ্ধারকারীদলের সার্বিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাহাদের প্রস্তুত করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্বাভাস/পূর্ব সতর্কবার্তা অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠে নিয়োজিত করা এবং সম্পূর্ণ সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয় কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের কাছে নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং বিকল্প উৎস নির্ধারণ করিয়া রাখা;

(৫) প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের উপর ছোট আকারে মহড়ার আয়োজন করা এবং পানি বিশুদ্ধ করিয়া দ্রুত সরবরাহ করিতে সকল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত করা;

(৬) পৌরসভা পর্যায়ে জীবনরক্ষাকারী ঔষুধ দুর্যোগকালে ব্যবহার করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং মজুদ ঘাটতি পূরণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(৭) দুর্যোগকালে যেইসব জরুরি কাজ করিতে হইবে তাহার একটি চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যদের সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ উপকরণ (পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট) প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরি ভিত্তিতে উপকরণগুলি বিতরণ করা;

(৩) পৌরসভা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যাহাতে ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে স্থানীয় ও বাহির হইতে আসা ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয়কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থানে অবস্থিত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার করা এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;এবং

(৮) জনগণকে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন তেল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করিতে সহযোগিতা করা।

দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং তাহা জেলা ('ক' শ্রেণীভূক্ত পৌরসভার ক্ষেত্রে) ও উপজেলা ('খ' ও 'গ' শ্রেণীভূক্ত পৌরসভার ক্ষেত্রে) কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো;

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর /অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সামগ্রী উপজেলা প্রকৌশলী এবং জেলা/উপজেলা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী প্রাপ্তির হিসাব উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ (দাতা সংস্থা হইতে ত্রাণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে);

(৪) দুর্যোগের কারণে স্থানচ্যুত জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে উহা নিশ্চিত করা এবং স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের যেন দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তাহাও লক্ষ্য রাখা;

(৫) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সচেতন মানুষের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যাহাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা হইতে যথাসময়ে যথাযথ সেবা পায় তাহা নিশ্চিত করা; প্রয়োজন হইলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সহযোগিতার জন্য সুপারিশ করা;

(৭) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজের অর্জিত শিক্ষা নিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা; এবং

(৮) উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও দুর্যোগের ওপর স্থায়ী আদেশাবলী, সরকারি নির্দেশাবলী ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৪.৫। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (১)(ঙ) মোতাবেক নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে:

০১	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	১	সভাপতি
০২	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ	১২	সদস্য
০৩	শিক্ষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
০৪	ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ (ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিআরডিবি মাঠকর্মী, সমাজসেবা দপ্তরের প্রতিনিধি)	৭	সদস্য
০৫	দুঃস্থ মহিলা প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
০৬	ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	সদস্য
০৭	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (যদি থাকে)	১	সদস্য
০৮	এনজিও প্রতিনিধিস(সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও'র একজন করে প্রতিনিধি)	৩	সদস্য
০৯	কৃষক ও মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি (যদি না থাকে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২	সদস্য
১০	সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি/সমাজসেবক (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২	সদস্য
১১	মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
১২	ইমাম/পুরোহিত/অন্যান্য ধর্মীয় নেতা (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২	সদস্য
১৩	আনসার/ভিডিপি প্রতিনিধি (উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	১	সদস্য
১৪	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক (যদি থাকে)	৩	
১৫	ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	১	সদস্য সচিব

(ক) স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(২) সভাসমূহ

(১) স্বাভাবিক সময়ে কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে;
(২) সতর্ককালে বা আপদপূর্ব মুহূর্তে সপ্তাহে একাধিকবার সভা করিবে;
(৩) আপদকালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (দৈনিক অন্তত একবার) এবং সপ্তাহে ন্যূনতম একবার সভা করিবে;
(৪) উদ্ধার পর্যায়ে কমিটি সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হইবে;
(৫) বিশেষ প্রয়োজনে কমিটি জরুরি সভায় মিলিত হইতে পারিবে বা কমিটির কিছু সদস্য অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সভায় যোগদান করিতে পারিবে;
(৬) কমিটি প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট সভায় স্থানীয় কোন সদস্য বা বিশেষজ্ঞকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিতে পারিবে;
(৭) স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তিন ভাগের একভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। সতর্ককালে এবং দুর্যোগ চলাকালে চারভাগের একভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে;এবং
(৮) প্রতি বছর জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিটির একটি পূর্ণাঙ্গ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পেশ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের কমিটির কোন রদবদল না হইলেও তালিকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ঝুঁকিহ্রাস

(১) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অবহিত করা, উক্ত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সফলতার উদাহরণ ব্যাপকভাবে প্রচার করা;
(২) নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা এবং উহা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা;
(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
(৪) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সবচেয়ে বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা;
(৫) সনাক্তকৃত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
(৬) ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহযোগিতা করা এবং স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পাশাপাশি স্থানীয় ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
(৭) ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠন করা;
(৮) কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য কার্যক্রমবাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করা;
(৯) একটি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাহার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলি যাহাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণের জন্য আয়সহ অন্যান্য সামর্থ্য বাড়াইতে সহযোগিতা করিতে পারে এবং আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হইলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;
(১০) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা পূর্বাভাস প্রচারে এবং বিভিন্ন আপদ (ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, সুনামি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, ভরা জোয়ার, শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি) সংক্রান্ত সতর্কবার্তার যত দ্রুততম সম্ভব উপায়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখিতে পারে;

(১১) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে এমনভাবে সক্ষম করিয়া তোলা যাহাতে তাহারা দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছাস/ সুনামি/ ভূমিকম্প/ টর্নেডো/ বন্যা/ জলাবদ্ধতা/ লবণাক্ততা/ পাহাড়ি ঢল/ শৈত্য প্রবাহ ইত্যাদি) সহনশীল স্থাপনা (ঘর-বাড়ি, স্কুল ও অন্যান্য) তৈরিতে সাধারণ জনগণকে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে;

(১২) আপদসহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে জনগণকে সহযোগিতা ও উৎসাহ দিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে সক্ষম করিয়া তোলা;

(১৩) জরুরি মুহূর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ নির্দিষ্ট কোন নিরাপদ কেন্দ্র/আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় লইবে তাহা ঠিক করা এবং কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা;

(১৪) উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী কোন সুনির্দিষ্ট স্থান হইতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা;

(১৫) ছাত্রছাত্রী, যুব সম্প্রদায়, স্থানীয় ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের সমাজভিত্তিক পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান যাহাতে দুর্যোগকালে জরুরি মুহূর্তে যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সাহায্য না পৌঁছায় ততক্ষণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা সহভাগিতা করা;

(১৬) সমাজভিত্তিক কিছু উঁচু স্থান নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাহা স্বাভাবিক সময়ে খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দুর্যোগকালে গবাদি পশু-পাখি, জরুরি খাদ্য, কেরোসিন, বাতি, ম্যাচ, জ্বালানী কাঠ, রেডিও ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীসহ মানুষকে উক্ত স্থানসমূহে স্থানান্তরিত করা যায়;

(১৭) দুর্যোগকালে ব্যবহার করার মতো জীবনরক্ষাকারী জরুরি ঔষধসমূহ ইউনিয়ন পর্যায়ে (ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে) মজুদ রাখা;

(১৮) উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা এবং উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের স্থানীয় ব্যবস্থা সংবলিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করা;এবং

(১৯) সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা (প্রয়োজনে কমিটি উপজেলা কর্তৃপক্ষের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারে)।

জরুরি সাড়াপ্রদান

সতর্ক পর্যায়

(১) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করা, অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা, উদ্ধারকারী দল ও তাহাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া বিদ্যমান ব্যবধান কমাইতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(২) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাঠে নিয়োজিত করা এবং পুরো নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;

(৩) পূর্ব-নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদানের জন্য সতর্ক ও প্রস্তুত আছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

(৪) আশ্রয় কেন্দ্রের কাছে নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক করিরা রাখা। যাহাতে দুর্যোগকালে এই উৎসগুলি হইতে জনগণ নিরাপদ ও সুপেয় পানি পাইতে পারে;

(৫) প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি প্রস্তুত করিতে পারে তাহা নিশ্চিত হইতে ছোট আকারে মহড়ার আয়োজন করা এবং জরুরি মুহূর্তে দুর্যোগ আক্রান্তদের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিতে পারা এবং এই ধরনের পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত আছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা;

(৬) দুর্যোগকালে ব্যবহার করার মত প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ আছে কিনা তাহা পর্যালোচনি করা; এবং

(৭) দুর্যোগকালে যেইসব জরুরি কাজ করিতে হইবে তাহার একটি চেকলিস্ট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবল প্রস্তুত আছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া।

দুর্যোগ পর্যায়

(১) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং নির্দেশনা অনুসারে উদ্ধার কার্যক্রমে অন্যদের সহযোগিতা করা;

(২) প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী, যুবসম্প্রদায়, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি (ট্যাবলেট) প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগবালাই বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জরুরি ভিত্তিতে উপকরণগুলি বিতরণ করা;

(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা (কাহার কতটুক কী ধরনের ত্রাণ দরকার) নিশ্চিত করা;

(৪) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজব হইতে জনগণ যেন ভীতসন্ত্রস্ত না হইয়া পড়ে সেইজন্য জনসাধারণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;

(৫) দুর্যোগকালে স্থানীয় ও বাহির হইতে আসা ত্রাণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৬) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৭) মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত সৎকার এবং মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(৮) জনগণকে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, জরুরী খাদ্য, কেরোসিন তেল, মোমবাতি, দিয়াশলাই, জ্বালানী সামগ্রী, রেডিও ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা করা।

দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এবং তাহা উপজেলা দুর্যোগ কমিটির কাছে প্রেরণ;

(২) পুনর্বাসন কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে বিতরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা সামগ্রী প্রাপ্তির হিসাব উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ (যদি দাতা সংস্থা হইতে ত্রাণ তহবিল প্রাপ্ত হয়);

(৪) দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণ পুনরায় যাহাতে তাহাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে উহা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে দুর্যোগের পরে বিরোধপূর্ণ জমিতে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের যাহাতে ফিরিতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় উহা লক্ষ্য রাখা;

(৫) দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটাইয়া উঠিতে বিশেষজ্ঞ ও সমাজের সচেতন মানুষের সহযোগিতায় দুর্যোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করা;

(৬) দুর্যোগের কারণে আহত ব্যক্তিরা যেন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা হইতে যথাসময়ে যথাযথ সেবা পায় তাহা নিশ্চিত করা, প্রয়োজন হইলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সহযোগিতার জন্য সুপারিশ করা;

(৭) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজের অর্জিত শিক্ষা লইয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে কর্মশালার আয়োজন করা; এবং

(৮) উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও দুর্যোগের উপর স্থায়ী আদেশাবলী, সরকারি আদেশাবলী এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

৫। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (Local Disaster Response Coordination Group-LDRCG)

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রীয় দপ্তরসমূহ, সুশীল সমাজ ও এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনায় সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। যখনই কোন দুর্যোগ আঘাত হানিবে তখনই দ্রুত ও কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার স্বার্থে সরকারের সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ে সমন্বয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। কোন একটি ঘটনার নতুন কাঠামো ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করিতে সর্বোচ্চ বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় প্রয়োজন এবং এই কারণে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপ গঠন করা প্রয়োজন।

৫.১। সিটি করপোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (City Corporation Disaster Response Coordination Group-CCDRCG)

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (২)(ক) মোতাবেক সিটি করপোরেশন দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে,যথা:

০১	মেয়র	সভাপতি
০২	চেয়ারম্যান কেডিএ/সিডিএ/আরডিএ	সদস্য
০৩	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	,,
০৪	সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার	,,
০৫	সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন	,,
০৬	সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	,,
০৭	প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি, গণপূর্ত অধিদপ্তর	,,
০৮	সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	,,
০৯	সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি	,,
১০	প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি, টি এন্ড টি বোর্ড	,,
১১	প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স	,,
১২	প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	,,
১৩	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

(ক) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপের আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, সদস্যগণ ও অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গ এই গ্রুপের সভায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপ দুর্যোগ পূর্বমুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে সভার আয়োজন করিবে।

৫.২। জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (District Disaster Response Coordination Group-DDRCG)

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (২)(খ) মোতাবেক নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ গঠিত হইবে, যথা:

০১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০২	সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ	,,
০৩	সিভিল সার্জন	,,
০৪	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	,,
০৫	প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	,,
০৬	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা	,,
০৭	সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি	,,
০৮	এনজিওর প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	,,
০৯	প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স	,,
১০	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তাগণ অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা এবং ব্যক্তি জেলা দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপের সভায় আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ করিবেন;

(খ) এই কমিটি দুর্যোগ পূর্বমূহূর্তে এবং দুর্যোগকালে সভা আয়োজন করিবে।

৫.৩। উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (Upazila Disaster Response Coordination Group-UDRCG)

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (২)(গ) মোতাবেক উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

০১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
০২	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	,,
০৩	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	,,
০৪	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	,,
০৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	,,
০৬	এনজিও প্রতিনিধি (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	,,
০৭	প্রতিনিধি, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স	,,
০৮	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(ক) কোন উপজেলায় পৌরসভা থাকিলে উক্ত পৌরসভার মেয়র উপজেলা দুর্যোগ সাড়াপ্রদান সমন্বয় গ্রুপের সদস্য হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তাগণ বা অন্য কোন কর্মকর্তা ও ব্যক্তি আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করিবেন; এবং

(গ) এই কমিটি দুর্যোগ পূর্ব-মুহূর্তে ও দুর্যোগ চলাকালে সভা আহবান করিবে।

৫.৪। পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (Pourashava Disaster Response Coordination Group-PDRCG)

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৮ এর উপধারা (২)(ঘ) মোতাবেক পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে,যথা:

০১	মেয়র	সভাপতি
০২	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি	সদস্য
০৩	জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার প্রতিনিধি	,,
০৪	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিনিধি	,,
০৫	জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তার প্রতিনিধি	,,
০৬	উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি	,,
০৭	এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	,,
০৮	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা পৌরসভার সচিব	সদস্য সচিব

(ক) সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ এবং কর্মকর্তাগণ বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমন্বয় গ্রুপের সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

স্থানীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের সভা ও দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

(১) উপরোক্ত চারটি স্থানীয় পর্যায়ের সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ প্রয়োজন অনুসারে সভায় মিলিত হইবে।

উপরোক্ত চারটি স্থানীয় পর্যায়ের সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপগুলোর দায়িত্ব

(১) স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

(২) জরুরি অবস্থা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা;

(৩) স্থানীয় ও জাতীয় সম্পদসমূহের (মানব, অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক) তালিকা সংবলিত একটি ডাইরেক্টরি প্রস্তুত করা যাহা দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কাজে লাগিতে পারে;

(৪) সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করা (যদি তাহারা জরুরি সাড়াপ্রদান কাজে অর্ন্তভুক্ত থাকে);

(৫) দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং দুর্যোগ সাড়াপ্রদান ও প্রাক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সক্রিয় রাখা;

(৬) দুর্যোগ সাড়াদানের জন্য জরুরি সাড়াপ্রদান দল ও সম্পদসমূহ প্রস্তুত রাখা;

(৭) সতর্ক বার্তাসমূহের যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করা;

(৮) সাড়াপ্রদান ও প্রাক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(৯) নগরভিত্তিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার টাস্কফোর্সের কার্যক্রম তদারকি করা;

(১০) পুনরুদ্ধার পর্যায়ের ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(১১) ধ্বংসপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মেরামত ও সচল করিতে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি/ মালামালের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করা;

(১২) ত্রাণসামগ্রী, তহবিল ও পরিবহণ সংক্রান্ত অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান;

(১৩) দুর্গত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের জন্য অর্পিত দায়িত্বসহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের প্রবিধান এবং অতিরিক্ত জনশক্তি ও সম্পদ প্রবিধান সমন্বয় করা;

(১৪) দুর্যোগ জরুরি সময়ে তথ্য প্রবাহ সরবরাহ করা;

(১৫) স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগের জন্য সিসিডিআরের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং সিসিডিআরকে দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা; এবং

(১৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলিকে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাসের পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করা;

৬। হুকুমদখল:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ২৬(৩) ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে হুকুমদখল বা রিকুইজিশন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধিমালা নিম্নরূপ:

(ক) হুকুমদখলের অধিক্ষেত্র:

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ২৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা প্রশাসক, জাতীয় দুর্যোগ সড়াদান সমন্বয় গ্রুপ এর নির্দেশনার আলোকে যে কোনো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কিম্বা কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সম্পদ, সেবা, জরুরি আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত ভবন, যানবাহন বা এতদউদ্দেশ্যে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য সুবিধাদি অনধিক ৩০ দিবসের জন্য হুকুমদখল বা রিকুইজিশন করিতে পারিবে। দুর্যোগের ব্যপকতার কারণে হুকুমদখলের সময় আরো বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে জাতীয় সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের অনুমতিক্রমে জেলা প্রশাসক এই সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে। তবে,

(২) বিধিমালা ২২ (ক)(১) বিধির আলোকে হুকুমদখল বা রিকুইজিশনের পূর্বানুমতি বা নির্দেশনা প্রদানে কর্তৃপক্ষ এবং এই সংক্রান্ত কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে জেলা প্রশাসক এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, এই বিধিমালা ও আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পেই হুকুমদখলটি অত্যাবশ্যকীয়; এবং

(৩) এই বিধিমালার আওতায় কাহারো বসতবাড়ি, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থাপনাসমূহ, এতিমখানা, হাসপাতাল, কবরস্থান, কেপিআইভুক্ত স্থাপনা ও প্রাঙ্গন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত ভবন ও প্রাঙ্গন এবং এই স্থাপনা সম্পর্কিত সেবা বা সুবিধাদি হুকুমদখল করা যাইবে না।

(খ) হুকুমদখল পদ্ধতি:

(১) জেলা প্রশাসক কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া হুকুমদখল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধান বা ব্যক্তি বিশেষের বরাবর লিখিত আদেশ জারি করিবেন;

(২) বিধিমালা ৬ (খ)(১) বিধির অধীন কোন হুকুমদখলের আদেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি উহা মান্য করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৩) বিধিমালা ৬ (খ)(১) বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ ও সময় হইতে ইহা কার্যকর হইয়াছে মর্মে গন্য করিতে হইবে।

(গ) হুকুমদখল সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন ও নিষ্পত্তি:

(১) এই বিধিমালার ৬ (খ)(১) বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রধান বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন;

(২) এই বিধিমালার ৬(খ)(১) বিধি মোতাবেক জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ দানের তারিখের পরবর্তী ২ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট লিখিত আপীল দায়ের করিতে হইবে;

(৩) বিভাগীয় কমিশনার উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে পৃথক কেস নথি সৃজন করিয়া, যথাযথ শুনানি গ্রহণ করিয়া এবং প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া/করাইয়া তাহার নিকট দাখিলকৃত আপত্তির বিষয়ে ৩ (তিন) কার্যদিবসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্টদের লিখিতভাবে অবহিত করিবেন;

(৪) উপরের (গ)(৩) বিধি মোতাবেক প্রদত্ত বিভাগীয় কমিশনারের আদেশই চূড়ান্ত আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন আপীল বা রিভিউ করা যাইবে না।

(ঘ) দখল গ্রহণ ও হস্তান্তর:

(১) বিধিমালা ৬ (খ)(১) বিধির মোতাবেক হুকুমদখলকৃত ভবন, প্রাঙ্গন, যানবাহন বা আন্যান্য সুবিধাদি যেখানে যেই অবস্থায় আছে তাহা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির কিম্বা এতদ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) জাতীয় দুর্যোগ জরুরি সাড়াদানের জন্য সাময়িকভাবে হুকুমদখলকৃত সম্পদ, সেবা, ভবন, যানবাহন বা এতদসংক্রান্ত গৃহীত অন্যান্য সুবিধাদির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি প্রাপ্য হইবেন না। তবে, হুকুমদখলের ব্যাপ্তিকাল ৭ (সাত) দিনের অধিক হইলে সংশ্লিষ্ট সম্পদ, সেবা, ভবন, যানবাহন বা এতদসংক্রান্ত গৃহীত অন্যান্য সুবিধাদি জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/ সেবার মালিকপক্ষ জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন;

(৩) বিধিমালা ৬ (খ)(১) বিধির অধীনে হুকুমদখলীয় এবং দখল লওয়া সম্পদ, সেবা, ভবন, যানবাহন, বা এই সংক্রান্ত সেবাকে হুকুমদখলকালীন সময় পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী রাখিবার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা হইবে;এবং

(৪) উপরের (ঘ)(৩) বিধি এর আওতায় যুক্তিসংগত ব্যয় জেলা প্রশাসক জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে এই বিধিমালার ৮ বিধির আলোকে পরিশোধ করিতে পারিবেন।

(ঙ) দখল প্রত্যার্পণ:

(১) জাতীয় দুর্যোগ জরুরি সাড়াদানের কার্যক্রমের জন্য হুকুমদখলকৃত সম্পদ, সেবা, ভবন, যানবাহন, বা এই সংক্রান্ত সেবা দখলে রাখার আর প্রয়োজন নাই বলিয়া বিবেচিত হইলে জেলা প্রশাসক এই বিধিমালার (খ)(১) বিধি মতে হুকুমদখলকৃত সম্পদ, সেবা, ভবন, যানবাহন প্রভৃতির দখল সত্ত্বর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিবেন;

(২) বিধিমালা ৬ (খ)(১) বিধি মোতবেক প্রদত্ত আদেশে যে তারিখ/সময় পর্যন্ত হুকুমদখল করা হইয়াছে তাহা বর্ধিত না হইলে ঐ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর হইতেই উক্ত সম্পদ, সেবা, ভবন, যানবাহন, বা এই সংক্রান্ত সেবা হুকুমদখলের আওতামুক্ত হইয়া মালিকের নিকট প্রত্যার্পণ হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে;

(৩) যে কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ৬ (খ)(১) বিধি মোতাবেক হুকুমদখল করা হইয়াছে তাহার বা তাহার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি বা তাহার অবর্তমানে তাহার বৈধ উত্তরাধীকারিগণের নিকট দখল হস্তান্তর করিতে হইবে;এবং

(৪) লিখিত আদেশ দ্বারা সম্পূর্ণ দায় দেনা মুক্তভাবে এই হস্তান্তর হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(চ) অবৈধ দখলকারকে উচ্ছেদ:

(১) দখল হস্তান্তরের পূর্বে যদি ৬ (খ)(১) বিধি মোতাবেক হুকুমদখলীয় সম্পত্তি কেহ অবৈধভাবে দখলে রাখে তাহা হইলে জেলা প্রশাসক তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে;

(২) উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা প্রচলিত আইনে উচ্ছেদ মোকদ্দমা রুজুর মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারিবে;

(৩) উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য যাবতীয় ব্যয় জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল হইতে নির্বাহ করিতে পারিবেন।

৭। দুর্গত এলাকা/ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সম্পৃক্তকরণ

১। সরকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ২৫, উপ ধারা (১) মোতাবেক, প্রয়োজনে, নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার , উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ কার্যক্রমে সহায়তা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্থাপনা আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার, নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন ও পরিচালনা, আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে :

১.১। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক / উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্ব স্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে এই নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন (পরিশিষ্ট ৮) ;

১.২। প্রতিষ্ঠান প্রধানের বরাবর লিখিত এ নির্দেশনায় কী ধরনের দায়িত্ব পালন করিতে হইবে, সেই বিষয়ে দয়িত্ব পালনের এলাকা ও দায়িত্ব পালনের সম্ভাব্য মেয়াদ উল্লেখ করিতে হইবে;

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ২৫, উপ ধারা (২) মোতাবেক, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক / উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্ব স্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে বেসরকারি জ্বরুরি প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্রের চিকিৎসাজনিত সুবিধাদি গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত সকল চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে দুর্যোগকালীন সময়ে সেবা প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সেই অনুযায়ী সেবা প্রদান করিবেন;

২.১। প্রতিষ্ঠান প্রধানের বরাবর লিখিত এই নির্দেশনায় তাহাদেরকে কী ধরনের দায়িত্ব পালন করিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে;

২.২। জ্বরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আনুসংগিক ব্যয় এর একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ব্যয় তালিকায় সকল প্রকার জ্বরুরি ঔষধ, ব্যান্ডেজ এর উপরকরণ, রোগী পরিবহণ / এম্বুলেন্স সার্ভিস ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত থাকিবে। উল্লেখ করা যায় যে, মানবিক সহায়তা নীতিমালায় সংস্থান মোতাবেক অথবা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল হইতে অথবা উভয়ের সমন্বয়পূর্বক ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে;

২.৩। জ্বরুরি প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত ব্যক্তির উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিষেশায়িত সরকারি হাসপাতালে প্রেরণ করিবে;

২.৪। জেলা / উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চিকিৎসার আনুসংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মাথাপিছু সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা অনুমোদন করিতে পারিবে। এই অর্থ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল/মানবিক সহায়তা নীতিমালার সংস্থান মোতাবেক অথবা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল হইতে অথবা উভয়ের সমন্বয়পূর্বক ব্যয়/খরচ করা যাইবে। আনুসংগিক ব্যয়ের অর্থ পরিশোধ করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

২.৪.১। ব্যয় তালিকায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট আনুসংগিক ব্যয়ের বিপরীতে প্রকৃত বিল / ভাউচার সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ হইতে জমা দিতে হইবে;

২.৪.২। জেলা / উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনে সিভিল সার্জন /উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করিবেন। এ কমিটি জেলা / উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দাখিলকৃত বিল / ভাউচার পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত বিল প্রদানের জন্য সুপারিশ করিবেন;এবং

২.৪.৩। আদেশকারী কর্তৃপক্ষ বিল অনুমোদন করবেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলের অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিবেন।

২.৪.৪। দুর্গত এলাকায় যাতায়াতের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা / কর্মচারীদেরকে সরকারের প্রচলিত হারে যাতায়াত, দৈনিক ভাতা প্রদান করা যাইবে।

৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল, ত্রাণ ভান্ডার, গঠন

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ৩২ ধারা মোতাবেক দুর্যোগ কালে বা দুর্যোগের পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" এবং "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" গঠন করিতে হইবে। উক্ত তহবিল দুইটির অর্থ সংগ্রহ, ব্যয়, পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ উপধারা (২) মোতাবক "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" এবং "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" এর অর্থ সংগ্রহের জন্য যথাক্রমে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সরাসরি বৈদেশিক ত্রাণ/সহায়তা গ্রহণ করিবে। সহায়তা আর্থিক আকারে প্রদান করা হইলে উহা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে জমা হইবে এবং তাহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে;

(২) বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে জমা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ১টি এবং প্রত্যেক জেলা সদরে ১টি রাষ্ট্রয়াত্ত তফসিলী ব্যাংকে ১টি হিসাব খুলিতে হইবে। বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা রাখিতে হইবে। তবে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন শর্ত প্রদান করা হইলে সেই বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে;

(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ এর উপধারা (৪) মোতাবেক জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং যুগ্ম সচিব (ত্রাণ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে; অনুরূপভাবে ধারা ৩২ এর উপধারা (৬) মোতাবেক জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। এই ক্ষেত্রে উভয় পর্যায়ে ১টি ক্যাশ বহি যথামত সংক্ষণ করিতে হইবে;

(৪) দুর্যোগ কালে বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে নিম্নে "খ" অনুচ্ছেদে বর্নিত কারণে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন যৌক্তিকতা উল্লেখসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অর্থ বরাদ্দ চাহিয়া অধিযাচন পত্র প্রেরণ করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে "খ" অনুচ্ছেদে বর্নিত কারণে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ জেলার অভ্যন্তরে পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক যৌক্তিকতা উল্লেখসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অধিযাচন পত্র প্রেরণ করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা দুর্যোগ সম্পৃক্ত জরুরি ব্যয়ের যৌক্তিকতাসহ অধিযাচন পত্র জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে;

(৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট হইতে প্রাপ্ত অধিযাচন পর্যলোচনা করিয়া তাহা বিবেচিত হইলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক বরাবরে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে। তবে সমন্বয়ের সুবিধার্থে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে। এই অর্থ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের অনুকূলে প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনায় যথামতভাবে ব্যয়সহ হিসাবাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে। তবে, জরুরি প্রয়োজন হইতে পারে বিবেচনায় যে কোন সময় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলে জমা রাখার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে;

(৬) জেলা প্রশাসক এই বিধামালার বিধান মোতাবেক দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ৮বিধির (খ) উপবিধিতে বর্ণিত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলার অন্তর্গত পৌরসভার পৌরকর্তৃপক্ষের চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ৩৩ ধারায় বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসাব (বিল,ভাউচার প্রভৃতিসহ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এই তহবিল ব্যবহারের প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক / উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা/ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য / সদস্যবৃন্দের অফিস প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দেরও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৭) সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে এই তহবিলের অর্থ ব্যয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশনের অধিযাচন পত্রের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের আলোকে জেলা প্রশাসক যথামতভাবে ব্যয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। সেই ক্ষেত্রে তিনি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সদস্যবৃন্দের সংযুক্ত অফিস/প্রতিষ্ঠানের অন্যন্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দেরও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে। বরাদ্দের বিষয়টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করিতে হইবে। এই তহবিল ব্যবহারের প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক সিটি কর্পোরেশন/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা/ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য / সদস্যবৃন্দের অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দেরও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৮) জাতীয় ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থপনা আইন, ২০১২ এর ৩৩ ধারা মোতাবেক যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(৯) জাতীয় ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের জমাকৃত অর্থ এবং ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে অডিটের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(১০) সরকারী নিরীক্ষা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থানা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা জাতীয়/ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের আয়-ব্যয় যথামত অডিট করিতে পারিবে।

(খ) দুর্যোগ কালে বা দুর্যোগের পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে:

(১) দুর্যোগ কালে বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বা অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য খাবার পানিসহ আহারের ব্যয় বা আনুষঙ্গিক ব্যয়। তবে, প্রয়োজনে দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা এবং আশ্রয়কেন্দ্র থাকা প্রাণীর জন্য সাময়িক খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে;

(২) দুর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য ডাল, চাল, তেল, আলু, লবন, ঝাল, দিয়াশলাই, মোমবাতি, জ্বালানী, শুকনা খাবার(চিড়া,মুড়ি,গুড়)প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয় বা সরবরাহ করা যাইবে;

(৩) দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্গত এলাকায় বসবাসকরী গৃহহীন ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের অস্থায়ী আবাসনের জন্য ত্রিপল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বা স্থাপনের ব্যয়;

(৪) দুর্যোগের সময় বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান, বাড়ী, যানবাহন অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণসহ উক্ত স্থান হইতে জীবিত, আহত, মরদেহ, প্রাণীদেহ, এসং সম্পদ উদ্ধার ও স্থানান্তরের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যয়;

(৫) পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল ও জলাধারে মৃত মানুষ, গবাদি পশু, মৎস্য, প্রভৃতি অপসারণের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উহাদের বিষক্ত পানি শোধনের ব্যবস্থা করাসহ মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করার জন্য ব্যয়;

(৬) মরদেহ দ্রুত দাফন/সৎকার করার ক্ষেত্রে সহায়ক ব্যয় এবং পরিবেশ বিপর্যর রোধে মৃত প্রাণীদেহ মাটিতে পুতিয়া ফেলা বা অপসারণ ব্যয়;

(৭) দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের অব্যবহিত পরে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত যানবাহন, যন্ত্রাদির নূন্যতম জ্বালানি ব্যয়;

(৮) উদ্ধারকাজে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি (ক্ষুদ্র), দ্রব্যাদি যেমন- টর্চলাইট, অক্সিজেন, তরল খাবার, হ্যান্ড গ্লোবস, নী প্যাড, মাস্ক, হ্যাক্সো ব্লেড ইত্যাদি ব্যয়;

(৯) বাংলাদেশ ফায়ার ব্রিগেড, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সিপিপি, আঞ্জুমান মফিদুল, স্কাউটস, স্বেচ্ছাসেবক/ উদ্ধারকাজে সহযোগী সাধারণ ছাত্র-জনতা, শ্রমিক প্রভৃতিদের খাবার ও পানীয় জলের ব্যয়;

(১০) বিধিমালার ৬ বিধি মোতাবেক উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য যাবতীয় ব্যয় জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে; এবং

(১১) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে আহত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জরুরি চিকিৎসা সহায়তা বাবদ আহত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং নিহত ব্যক্তির সৎকারে/ দাফনে সহায়তা বাবদ নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাইবে।

(গ) ত্রাণ ভান্ডার:

(১) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিচালনা এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরিভাবে দ্রুত মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভান্ডার ও জেলা ত্রাণ ভান্ডার স্থাপন করা হইবে;

(২) ঢাকায় কেন্দ্রীয় ত্রাণ ভান্ডার এবং প্রতিটি জেলা সদরে ১টি করিয়া ত্রাণ ভান্ডার স্থাপন করা হইবে;

(৩) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও)/দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ত্রাণ ভান্ডার পরিচালনা করিবেন, ভান্ডারে রক্ষিত সকল দ্রব্যাদির হিসাব রাখিবেন এবং ব্যবহার যোগ্যতা নিশ্চিত করিবেন;

(৪) জেলা প্রশাসক অথবা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল ত্রাণ সামগ্রী ত্রাণ শিবিরে প্রেরিত হইবে। কোন ভয়াবহ দুর্যোগের আংশকা করিলে জেলা প্রশাসক পূর্বাহ্নেই অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক বরাবর অধিযাচন পত্র প্রেরণ করিবেন এবং দুর্যোগের সম্ভাব্য উপজেলা/জেলায় কিছু ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করিবেন;

(৫) ত্রাণ কার্য পরিচালনায় সাধারণত নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি অত্যাবশ্যকীয়:
১) চাউল/আটা। ২) চিড়া, মুড়ি, গুড়, চিনি। ৩) গুড়া দুধ, বিস্কুট। ৪) বিভিন্ন গৃহ সামগ্রী ৫) শুকনা খাবার ৬) বোতল বা ক্যানজাত পানি ৭) কম্বল ৮) ওরস্যালাইন ৯) স্থানান্তরযোগ্য পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট এবং জেরিক্যান ১০) বিদেশী রাষ্ট্র/সংস্থা বা দেশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ত্রাণ সামগ্রী ১১) তৈজসপত্র, ত্রিপল,তাবু এবং ঢেউটিন।

(৬) গুদাম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মালামাল আহরণ, মজুদ ও বিতরণের যথামত হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং বছর শেষে গুদামের সর্বশেষ মজুদ যাচাই পূর্বক জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধি একটি প্রতিবেদন সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন;

(৭) ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা মৌসুম শুরু হইবার পূর্বেই দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ তাহাদের নিজ নিজ জেলার ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি পরীক্ষা, পুনঃমূল্যায়ন করিবেন। কোনো ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ অপ্রতুল মনে করিলে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য মহাপরিচালক, ত্রাণ অধিদপ্তর বরাবর চাহিদা প্রেরণ করিবেন;এবং

(৮) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয় ও জেলা ত্রাণ ভান্ডারের হিসাব নিরীক্ষা করিবে। ইহাছাড়া হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃকও উভয় ত্রাণ ভান্ডারের হিসাব নিরীক্ষা করা হইবে।

৯। পুরস্কার, সম্মাননা ও ভাতা **প্রদান, ইত্যাদি**-

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ৫২ মোতাবেক সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিশেষ পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করিতে নিম্নরূপ বিধি অনুসরণ করিবে। দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও আগাম সতর্ক বার্তা জারির কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনকারী কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকেও বিশেষ ভাতা প্রদান করিতে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিবে:

২। পুরস্কার ও সম্মাননার নাম, রকম এবং ক্যাটাগরি:

(১) এই পুরস্কার ও সম্মাননা ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক’ নামে অভিহিত হইবে;

(২) প্রতি বছর 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথির মাধ্যমে এই পদক প্রদান করা হইবে।

(৩) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' এর ধরন ও পরিমাণ তিন রকম হইবে। যথা:

ক. প্রথম পুরস্কার : ১৮ ক্যারেট মানের ১.০ তোলা ওজনের স্বর্ণ, ২৫,০০০/- টাকা সম্মানী এবং একটি সনদপত্র প্রদান করা হইবে;

খ. দ্বিতীয় পুরস্কার : ১৮ ক্যারেট মানের ০.৭৫ তোলা ওজনের স্বর্ণ, ১৫,০০০/- টাকা সম্মানী এবং একটি সনদপত্র প্রদান করা হইবে;

গ. তৃতীয় পুরস্কার : ১৮ ক্যারেট মানের ০.৫০ তোলা ওজনের স্বর্ণ, ১০,০০০/- টাকা সম্মানী এবং একটি সনদপত্র প্রদান করা হইবে;

(৪) পুরস্কার ও সম্মাননার ক্যাটাগরি: নিম্ন বর্ণিত ক্যাটাগরিসমূহে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদান করা হইবে, যথা:

পর্যায়	পদকের শ্রেণী
ক. ব্যক্তিগত	(১)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
	(২)দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অসাধারণ নৈপুণ্য
খ. প্রাতিষ্ঠানিক	(১)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
	(২)দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্য
	(৩)দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অসাধারণ নৈপুণ্য

০৩। পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদানের সাধারণ নিয়মাবলী:

এই বিধিমালার অধীনে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিতে হইবে, যথা:

(১) উপরের বিধি ৯ এর উপবিধি (৪) এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহে অসামান্য ও অনুসরণীয় অবদান রাখিয়াছেন এমন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' এর জন্য বিবেচনা করা যাইবে;

(২) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজে অথবা তাহার পক্ষে অন্য কেহ 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' এর জন্য জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন;

(৩) প্রত্যেক আবেদনপত্রে মনোনয়ন দাখিলকারীর নাম, স্বাক্ষর, পূর্ণ ঠিকানা, প্রস্তাবিত প্রার্থীর পরিচিতি ও ঠিকানা এবং বিধি ৯ এর উপবিধি (৪) এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহে যে অসামান্য বা অনুসরণীয় অবদান রাখিয়াছেন এমন কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ ও উক্ত বিষয়ে প্রামাণ্য দলিল বা ভিডিও চিত্র (যদি থাকে) সংযুক্ত করিতে হইবে;

(৪) সরকার প্রতি বছর 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের লক্ষ্যে এই বিধিমালা অনুসরণে ছক (পরিশিষ্ট-৯) নির্ধারণ করিয়া দরখাস্ত বা মনোনয়ন আহবান করিতে পারিবে;

(৫) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের লক্ষ্যে এই বিধিমালার বিধান মতে ছক (পরিশিষ্ট-১০) তৈরি পূর্বক আবেদন/মনোনয়নপত্র আহবান ও নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

(৬) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ বিষয়ক নির্দেশাবলী ২০১০, এই বিধিমালা কিংবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কোন পরিপত্র বা গাইডলাইনস্ বিরোধী অথবা অনৈতিক কর্মে জড়িত থাকিলে তাহার আবেদন/মনোনয়ন বিবেচিত হইবে না;

(৭) কোন বড় ধরনের দুর্যোগের ঘটনা সাফল্যজনকভাবে মোকাবেলার পর ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি জড়িত যে কেহ নিজে অথবা অন্য কাহারও নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন। অনুরূপভাবে একই ব্যবস্থাপনার সহিত সরাসরি জড়িত অন্য কেহ সমর্থন করিতে পারিবেন। তবে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী একে অপরকে প্রস্তাব ও সমর্থন করিতে পারিবেন না; অবশ্যই ৩য় কোন ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে;

(৮) কোন এক ব্যক্তি একটির বেশী প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন না;

(৯) যে কাজের জন্য পুরস্কার ও সম্মননা আবেদন /মনোনয়ন প্রদান করা হইবে উহার অসাধারণত্ব (outstanding) সম্পর্কে ৫০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রতিবেদন সমর্থনকারী / মনোনয়নকারী কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে;

(১০) পুরস্কার ও সম্মাননা মরণোত্তর ও জীবিত দুই ধরনেরই হইতে পারে। তবে মরণোত্তর এর ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়ের নিকট পুরস্কার হস্তান্তর করিতে হইবে; এবং

(১১) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এলাকাধীন আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

০৪। আবেদন/মনোনয়নপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও সময়সূচি:

নং	কার্যক্রম	পদ্ধতি	সময়
১.	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক আবেদন/মনোনয়নপত্র আহবান	প্রিন্ট মিডিয়া / ওয়েবসাইট	৩১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে
২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ	ডাক/কুরিয়ার সার্ভিস/ব্যক্তিগতভাবে	৩০ নভেম্বরের মধ্যে
৩.	জেলা বাছাই কমিটির মনোনয়ন /সুপারিশ	ক. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রাপ্ত আবেদন/মনোনয়ন জেলা বাছাই কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই-বাছাই করিয়া প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৩টি আবেদন/মনোনয়নপত্র সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির সভাপতির বরাবরে প্রেরণ করিবেন।	৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে
৪.	কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির মনোনয়ন/ সুপারিশ	জেলা বাছাই কমিটি হইতে প্রাপ্ত সুপারিশকৃত আবেদন/মনোনয়নসমূহ কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিবেচনা পূর্বক বিধি-২৪ এর উপবিধি-(৪)এ বর্ণিত ৫টি ক্যাটাগরির প্রত্যেক ক্যাটাগরির জন্য ৬টি করিয়া আবেদন/মনোনয়নপত্রের উপর সুপারিশ করিয়া সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবরে পাঠাইবেন।	৩১ জানুয়ারির মধ্যে
৫.	জাতীয় কমিটি কর্তৃক 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের তালিকা চূড়ান্ত করণ।	কেন্দ্রীয় কমিটি নিকট হইতে প্রাপ্ত মনোনয়ন/সুপারিশসমূহ জাতীয় কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে যাচাই-বাছাই করিয়া পদক প্রদানের নিমিত্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরির জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্ত করিবেন।	২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

০৫। কমিটি গঠন:

(১) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হইবে,যথা:

(২) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের লক্ষ্যে জেলা বাছাই কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা:-

ক.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
খ.	পুলিশ সুপার	সদস্য
গ.	সিভিল সার্জন	সদস্য
ঘ.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
ঙ.	স্থানীয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ১ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
চ.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
ছ.	এন জি ও প্রতিনিধি মহিলা ১ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে এনজিও'র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচি রহিয়াছে)	সদস্য
জ.	সিপিপি/বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি(যদি থাকে)/ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি	সদস্য
ঝ.	পাবলিক প্রসিকিউটর	সদস্য
ঞ.	ডিআরআরও	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্য পরিধি:

- কমিটি আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া প্রতি ক্যাটাগরিতে সর্বোত্তম সর্বোচ্চ ৩টি আবেদন/মনোনয়নপত্র সুপারিশ সহকারে কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করিবে। তবে আবেদনপত্র/মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করিতে পারিবে;
- এই বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আবেদন/মনোনয়নপত্র মূল্যায়ন করিতে হইবে;
- কমিটির সভায় দুই ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে;

(৩) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হইবে-

ক.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
খ.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
গ.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
ঘ.	পরিচালক(প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
ঙ.	পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি	সদস্য
চ.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি(পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
ছ.	মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১জন প্রতিনিধি(পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
জ	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
ঝ	পরিচালক, সিডিভিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
ঞ.	এন জি ও প্রতিনিধি ১জন (সচিব কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
ট.	যুগ্ম সচিব (দুব্য) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

- কমিটি জেলা হইতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া প্রতি ক্যাটাগরিতে সর্বোত্তম সর্বোচ্চ ৬টি আবেদন/মনোনয়নপত্র যোগ্যতার ক্রমানুসারে সুপারিশ সহকারে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক প্রদান সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিতে কমিটিতে প্রেরণ করিবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম হইলে বা নিয়মানুসারে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিযোগী না থাকিলে মন্তব্যসহ উল্লেখ করিতে হইবে। তবে আবেদনপত্র/মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করিতে পারিবে;
- এই বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আবেদন/মনোনয়নপত্র মূল্যায়ন করিতে হইবে;
- কমিটির সভায় দুই ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে;

(৪) 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক' প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হইবে, যথা:

ক. মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
খ. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
গ. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
ঘ. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
ঙ. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
চ. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
ছ. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
জ. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
ঝ. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	-	সদস্য
ঞ. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
ট. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	-	সদস্য
ঠ. বাংলাদেশ রেড ক্রীসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব	-	সদস্য
ড. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর	-	সদস্য
ঢ. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	-	সদস্য
ণ. চেয়ারম্যান, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	সদস্য
ত. যুগ্ম সচিব (দু:ব্য:), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
থ. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

- উপ-সচিব (দুবক-১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন;
- এই কমিটি কারিগরি কমিটির সুপারিশ মূল্যায়ন পূর্বক চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিবে; এবং
- কমিটির সভায় দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং উপস্থিত সদস্যের অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির নির্ধারণী ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

পরিশিষ্ট সমূহ:

পরিশিষ্ট ০১ : বাংলাদেশ আবাহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের বিশেষ আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার (বিধি ৩.৭ এর সাথে সম্পর্কিত)

১.১ সাংকেতিক ঠিকানা হোয়াল উইন্ড (WHIRL WIND) এর আওতায় প্রাপকদের নামঃ

চট্টগ্রাম

১.১.১ ডেপুটি কনজারভেটর, চট্টগ্রাম বন্দর
১.১.২ প্রধান কর্মকর্তা, মার্কেন্টাইল সমুদ্র বন্দর দপ্তর, চট্টগ্রাম
১.১.৩ মৎস্য পোতাশ্রয় ব্যবস্থাপনা, চট্টগ্রাম
১.১.৪ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার

খুলনা

১.১.৫ চেয়ারম্যান মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১.২ সাংকেতিক ঠিকানা হ হোয়াল উইন্ড/হারিকেন/টাইফুন এর আওতায় প্রাপকদের নামঃ

১.২.১ কেবিনেট সচিব, কেবিনেট ডিভিশন
১.২.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান
১.২.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান
১.২.৪ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী প্রধান
১.২.৫ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
১.২.৬ রাষ্ট্রপতির সচিব
১.২.৭ প্রধান মন্ত্রীর সচিব
১.২.৮ সচিব, প্রতিরক্ষা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১.২.৯ সচিব, সড়ক বিভাগ / রেলপথ বিভাগ
১.২.১০ সচিব, সেতু বিভাগ
১.২.১১ সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১.২.১২ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
১.২.১৩ সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১.২.১৪ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
১.২.১৫ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১.২.১৬ সচিব, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিভাগ
১.২.১৭ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১.২.১৮ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১.২.১৯ সচিব, খাদ্য বিভাগ
১.২.২০ প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস বিভাগ
১.২.২১ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ সরকার
১.২.২২ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ (প্রধান নির্বাহী, কনজারভেন্সী এন্ড পাইলট-২, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকা)

১.২.২৩ পরিচালক, সারফেস ওয়াটার হাইড্রলিক্স-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১.২.২৪ চেয়ারম্যান বিটিসিএল
১.২.২৫ চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ, এমএস আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা
১.২.২৬ চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
১.২.২৭ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১.২.২৮ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
১.২.২৯ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ
১.২.৩০ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ
১.২.৩১ চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি
১.২.৩২ মহা পরিচালক, বাংলাদেশ বডার গার্ড
১.২.৩৩ মহা-পরিচালক, ফায়ারবিগ্রেড এন্ড সিভিলডিফেন্স
১.২.৩৪ মহা-পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১.২.৩৫ কমিশনার, সকল বিভাগ
১.২.৩৬ জেলা প্রশাসক, সকল জেলা

চট্টগ্রাম বিভাগ

১.২.৩৮ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম, মংলা, নারায়নগঞ্জ এবং সকল নদী বন্দর সমূহ
১.২.৩৯ কমোডোর কমান্ডিং, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ নৌবাহিনী
১.২.৪০ কমোডোর কমান্ডিং, বিএন, ফ্লোটিলা, চট্টগ্রাম
১.২.৪১ মৎস্য পোতাশ্রয়, চট্টগ্রাম
১.২.৪২ মহা-ব্যবস্থাপক, রেলপথ, বাংলাদেশ রেলপথ চট্টগ্রাম
১.২.৪৩ কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী চট্টগ্রাম
১.২.৪৪ সহ সভাপতি, ইপিজেড, চট্টগ্রাম
১.২.৪৫ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
১.২.৪৬ জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
১.২.৪৭ জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী
১.২.৪৮ জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর
১.২.৪৯ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর
১.২.৫০ কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ

বরিশাল বিভাগ

১.২.৫১ কমিশনার, বরিশাল বিভাগ
১.২.৫২ জেলা প্রশাসক, বরিশাল
১.২.৫৩ জেলা প্রশাসক, ভোলা
১.২.৫৪ জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি
১.২.৫৫ জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর
১.২.৫৬ জেলা প্রশাসক, পুটয়াখালী
১.২.৫৭ জেলা প্রশাসক, বরগুনা

খুলনা বিভাগ

১.২.৫৮ কমিশনার, খুলনা বিভাগ
১.২.৫৯ জেলা প্রশাসক, খুলনা
১.২.৬০ চেয়ারম্যান, বন্দর কর্তৃপক্ষ, চালনা/মঙলা
১.২.৬১ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
১.২.৬২ জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট

১.৩ **সাংকেতিক ঠিকানা টাইফুন এর আওতায় প্রাপকদের নামঃ**

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল

১.৩.১ জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

১.৩.২ জেলা প্রশাসক,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
১.৩.৩ জেলা প্রশাসক, বান্দারবান পার্বত্য জেলা

চট্টগ্রাম অঞ্চল

১.৩.৪ জেলা প্রশাসক,চট্টগ্রাম
১.৩.৫ জেলা প্রশাসক,কক্সবাজার
১.৩.৬ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া মানমন্দির, সীতাকুন্ড
১.৩.৭ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া মানমন্দির, সন্দ্বীপ
১.৩.৮ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সন্দ্বীপ

কুমিল্লা অঞ্চল

১.৩.৯ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর

নোয়াখালী

১.৩.১০ জেলা প্রশাসক,নোয়াখালী
১.৩.১১ জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর
১.৩.১২ জেলা প্রশাসক, ফেনী
১.৩.১৩ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেনীর মানমন্দির, মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালী
১.৩.১৪ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পাইলট বেলুন মানমন্দির, ফেনী
১.৩.১৫ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাতিয়া
১.৩.১৬ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর মানমন্দির, হাতিয়া

খুলনা অঞ্চল

১.৩.১৭ জেলা প্রশাসক, খুলনা
১.৩.১৮ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
১.৩.১৯ চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট
১.৩.২০ জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট
১.৩.২১ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া মানমন্দির, গল্লামারি, খুলনা
১.৩.২২ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া মানমন্দির, সাতক্ষীরা, খুলনা
১.২.২৩ প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, খুলনা

বরিশাল অঞ্চল

১.৩.২৪ জেলা প্রশাসক, বরিশাল
১.৩.২৫ প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বিডব্লিউডিবি বরিশাল
১.৩.২৬ জেলা প্রশাসক, ভোলা
১.৩.২৭ জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি
১.৩.২৮ জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর
১.৩.২৯ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পিবিও বরিশাল
১.৩.৩০ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথমশ্রেণীর আবহাওয়া মানমন্দির, ভোলা

পটুয়াখালী অঞ্চল

১.৩.৩১ জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
১.৩.৩২ জেলা প্রশাসক, বরগুনা
১.৩.৩৩ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবহাওয়া অফিস, খেপুপাড়া
১.৩.৩৪ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া মানমন্দির, গল্লামারি, খুলনা

১.৪ সাংকেতিক ঠিকানা ''ওয়াটার ওয়েজ'' এর আওতায় প্রাপকদের নাম

কুমিল্লা অঞ্চল

১.৪.১ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর
১.৪.২ অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, চাঁদপুর

নোয়াখালী

১.৪.৩	জেলা প্রশাসক,নোয়াখালী
১.৪.৪	জেলা প্রশাসক, ফেনী
১.৪.৫	জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর

ঢাকা অঞ্চল

১.৪.৬	জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১.৪.৭	জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ
১.৪.৮	অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, নারায়নগঞ্জ
১.৪.৯	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী
১.৪.১০	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ

ফরিদপুর অঞ্চল

১.৪.১১	জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর
১.৪.১২	জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী
১.৪.১৩	সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, রাজবাড়ী
১.৪.১৪	জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর
১.৪.১৫	জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ
১.৪.১৬	উপ-অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, গোয়ালন্দ
১.৪.১৭	জেলা প্রশাসক, শরিয়তপুর

ময়মনসিংহ অঞ্চল

১.৪.১৮	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

টাঙ্গাইল অঞ্চল

১.৪.১৯	জেলা প্রশাসক,টাঙ্গাইল

খুলনা অঞ্চল

১.৪.২০	জেলা প্রশাসক, খুলনা
১.৪.২১	উইং কমান্ডার, বাংলাদেশ রাইফেলস্, খুলনা
১.৪.২২	অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, খুলনা
১.৪.২৩	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন, খুলনা
১.৪.২৪	মহা ব্যবস্থাপক, খুলনা শিপইয়ার্ড, খুলনা
১.৪.২৫	জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট
১.৪.২৬	জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা

বরিশাল অঞ্চল

১.৪.২৭	জেলা প্রশাসক, বরিশাল
১.৪.২৮	অঞ্চল ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, বরিশাল
১.৪.২৯	জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর
১.৪.৩০	জেলা প্রশাসক, ভোলা

পটুয়াখালী অঞ্চল

১.৪.৩১	জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
১.৪.৩২	জেলা প্রশাসক, বরগুনা

রাজশাহী অঞ্চল

১.৪.৩৩	জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
১.৪.৩৪	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ

পাবনা অঞ্চল

১.৪.৩৫ জেলা প্রশাসক, পাবনা
১.৪.৩৬ জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ
১.৪.৩৭ পূর্ত পরিদর্শক, হার্ডিঞ্জ সেতু, পাকশী, বাংলাদেশ রেলওয়ে

রংপুর অঞ্চল

১.৪.৩৮ জেলা প্রশাসক, রংপুর
১.৪.৩৯ মেরিন সুপারিনটেনডেন্ট, বিআর, তিস্তাঘাট, ফুলছড়ি
১.৪.৪০ জেলা প্রশাসক,কুড়িগ্রাম

১.৫ সাংকেতিক ঠিকানা ''অথরিটি'' বা ''কর্তৃপক্ষ'' এর আওতায় প্রাপকদের নাম

১.৫.১ পরিচালক (সিএন্ডপি), বিআইডব্লিউটিএ
১.৫.২ কনজারভেন্সী এ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, সিলেট সেকশন বিআইডব্লিউটিএ
১.৫.৩ কনজারভেন্সী এ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, ওয়েষ্টার্ণ ডেল্টা সেকশন বিআইডব্লিউটিএ, ইষ্টার্ণ বয়রা, খুলনা।
১.৫.৪ কনজারভেন্সী এ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, কেন্দ্রীয় ডেল্টা শাখা, সেকশন বিআইডব্লিউটিএ, চাঁদপুর।
১.৫.৫ কনজারভেন্সী এ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, বিআইডব্লিউটিএ, কিশোরগঞ্জ।
১.৫.৬ কনজারভেন্সী এ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, পূর্বাঞ্চল ডেল্টা শাখা, বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।
১.৫.৭ কনজারভেন্সী এ্যান্ড পাইলট সুপারিনটেনডেন্ট, পূর্বাঞ্চলীয় ডেল্টা শাখা, তাহের চেম্বার, আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

পরিশিষ্ট - ২: জরুরি ত্রাণ শিবির গঠন ও পরিচালনা (ত্রাণ শিবির পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় বিধিমালায় সংযুক্ত করা প্রয়োজন যা বিধিমালায় কোথায়ও সংযোজন করা হয়নি)

২.১ মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/থানা নির্বাহী অফিসার অথবা জেলা প্রশাসক আশ্রয়কেন্দ্র/ত্রাণ শিবির চালু করিবেন;

২.২ ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা /মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দুর্যোগের প্রকৃতি অনুসারে সযত্নে বাছাইকৃত জায়গায়, যেমন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্যান্য সরকারি ভবন ও উপযুক্ত স্থানসমূহে ত্রাণ শিবিরগুলি সংগঠিত ও স্থাপন করিবেন;

২.৩ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটি মেম্বার/কমিশনারগণ প্রতিটি শিবিরের দায়িত্বে থাকিবেন এবং কমপক্ষে ১০ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ঐ শিবিরে সংগঠন সমন্বয় ও দেখাশুনার কাজে তাহাকে সাহায্য করিবেন;

২.৪ শিবিরে প্রয়োজনীয় আবাসন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং আলোর সুব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করিবার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহায়তায় প্রয়োজনবোধে অগভীর নলকূপ যথাশীঘ্র স্থাপন করিতে হইবে;

২.৫ মহামারীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

২.৬ জরুরি প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে লঙ্গারখানা খোলা এবং তথায় রান্না করা খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। খিচুড়ী অথবা চাপাতি এবং শাকসব্জি খাদ্য হিসাবে পরিবেশন করা যাইতে পারে। শিশুদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করা যাইতে পারে। এই ব্যয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল/জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল, জেলা/উপজেলা বাজেট এবং স্থানীয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে। অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রতিশ্রুতির আগে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের কাছ হইতে বাড়তি খাদ্যশষ্য অথবা অর্থের মঞ্জুরী অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। লঙ্গারখানা পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে রান্নার তৈজসপত্রাদির মজুদ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে হইবে;

২.৭ বহুমুখী দুর্যোগ ও ত্রাণ শিবিরে প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করিতে হইবে। যাহারা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই তাহাদেরকে কোনক্রমেই ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় দেওয়া চলিবে না;

২.৮ পুলিশ, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় চৌকিদার ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় আশ্রয়কেন্দ্র/ত্রাণ শিবিরগুলিতে আইন-শৃংখলা বজায় রাখিতে হইবে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বাড়ী হইতে সরাইয়া আনা মালামাল হেফাজতের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

২.৯ উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সহায়তায় ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলিতে হইবে; স্থানীয় রেড ক্রিসেন্ট, সিপিপি ও নিয়োজিত সংস্থার প্রতিনিধিগণ শিবিরে সর্বপ্রকার সহায়তা নিশ্চিত করিবেন;এবং

২.১০ প্রতিটি কেন্দ্রে শিবিরবাসীদের ত্রাণসামগ্রীর প্রতিদিনের মাষ্টাররোল এবং জমা ও খরচের হিসাব বই রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। একটি নগদ জমা-খরচের হিসাব বইও খুলিতে হইবে।

পরিশিষ্ট ৩: ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণী বিভাজন
(বিধি ৩.৭ এর সাথে সম্পর্কিত)
বাতাসের তীব্রতা ও গতির ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণী বিভাজন নিম্নরুপ:

ক) নিম্নচাপ	:	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৩১ মাইল অথবা ৫০ কিঃ মিঃ
খ) গভীর নিম্নচাপ	:	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৩২-৩৮ মাইল অথবা ৫১- ৬১ কিঃ মিঃ
গ) ঘূর্ণিঝড়	:	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৩৯- ৫৪ মাইল অথবা ৬২- ৮৮ কিঃ মিঃ
ঘ) প্রবল ঘূর্ণিঝড়	:	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৫৫-৭৩ মাইল অথবা ৮৯- ১১৭ কিঃ মিঃ
ঙ) হারিকেনের তীব্রতা সম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়	:	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৭৪ মাইল-১০৫ কিঃ মিঃ অথবা ১১৮ হইতে ১৭০ কিঃ মিঃ কিঃ অথবা উর্দ্ধে
চ) প্রবল ঘূর্ণিঝড়	:	বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১০৬ মাইল উর্দ্ধে অথবা ১৭১ কিঃ মিঃ উর্দ্ধে

ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণী বিভাজন

ক. ক্যাটাগরি ১ (গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়): ঘর-বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি নগণ্য। শস্য ক্ষেত, গাছপালা ও যানবাহনের কিছু ক্ষতি হয়। নোঙ্গর করা নৌযান টানিয়া লইতে পারে। এই জাতীয় ঘূর্ণিঝড় চলাকালে সমতল ও খোলা জায়গায় ঘণ্টায় ৯০ হইতে ১২৫ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ দমকা হাওয়া বহিয়া যায়। এই সময় বিউফোর্ট স্কেল ৮ থেকে ৯ এর ঘরে থাকে (দমকা ও ঝড়ো হাওয়া)।

খ. ক্যাটাগরি ২ (গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়): ঘর-বাড়ির সামান্য ক্ষতি হয়। গাছপালা ও যানবাহনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির চিহ্ন থাকে। কিছু শস্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহে ঝুঁকি দেখা দেয়। ছোট নৌযানসমূহের নোঙর ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় ঘূর্ণিঝড় চলাকালে সমতল ও খোলা জায়গায় ঘণ্টায় ১২৫ হইতে ১৬৪ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ ধ্বংসাত্মক হাওয়া বহিয়া যায়। এই সময় বিউফোর্ট স্কেল ১০ থেকে ১১ এর ঘরে থাকে (ঝড় ও ধ্বংসাত্বক ঝড়)।

গ. ক্যাটাগরি ৩ (গ্রীষ্মমন্ডলীয় তীব্র ঘূর্ণিঝড়): কিছু ঘর-বাড়ির ছাদ ও স্থাপনার ক্ষতি হয়। কিছু নৌযানের ক্ষতি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় ঘূর্ণিঝড় চলাকালে সমতল ও খোলা জায়গায় ঘণ্টায় ১৬৫ হইতে ২২৪ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ প্রবল ধ্বংসাত্মক হাওয়া বহিয়া যায়। এই সময় বিউফোর্ট স্কেল সর্বোচ্চ ১২ এর ঘরে থাকে (হ্যারিকেন)।

ঘ. ক্যাটাগরি ৪ (গ্রীষ্মমন্ডলীয় তীব্র ঘূর্ণিঝড়): সাগরে প্রচন্ড ও তীব্র ঝড়ের কারণে বন্দরের আবহাওয়া মারাত্মক খারাপ হইতে পারে। ইহা বন্দরের উপর দিয়া কিংবা পাশ দিয়া অতিক্রম করিতে পারে। ছাদ ও অবকাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি হয়। অনেক নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও উড়িয়া যায়। বিমানের ধ্বংসাবশেষ বিপদজ্জনক হইতে পারে। এলাকাজুড়িয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই জাতীয় ঘূর্ণিঝড় চলাকালে সমতল ও খোলা জায়গায় ঘণ্টায় ২২৫ হইতে ২৭৯ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ প্রবল ধ্বংসাত্মক হাওয়া বহিয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও বিউফোর্ট স্কেল সর্বোচ্চ ১২ এর ঘরে থাকে (হ্যারিকেন)।

ঘ. ক্যাটাগরি ৫ (গ্রীষ্মমন্ডলীয় তীব্র ঘূর্ণিঝড়): ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার বিপজ্জনক অবস্থা। এই জাতীয় ঘূর্ণিঝড় চলাকালে সমতল ও খোলা জায়গায় ঘণ্টায় ২৮০ কিলোমিটারেরও বেশি বেগে ঝড়ো হাওয়াসহ প্রবল ধ্বংসাত্মক হাওয়া বহিয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও বিউফোর্ট স্কেল সর্বোচ্চ ১২ ঘরে থাকে (হ্যারিকেন)।

গ্রীষ্মকালীয় ঘূর্ণিঝড় তীব্রতা		
ক্যাটাগরি সমূহ	হাওয়া	বৈশিষ্টসূচক প্রভাব সমূহ (শুধু নির্দেশক)

ক্যাটাগরি ১	ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২৫ কিলোমিটার বেগে আকস্মিক দমকা হাওয়া	ঘর-বাড়ির ক্ষয়-ক্ষতি নগণ্য। শস্য ক্ষেত, গাছপালা ও যানবাহনের কিছু ক্ষতি। নোঙ্গর করা নৌযান টানিয়া লইতে পারে।
ক্যাটাগরি ২	ঘণ্টায় ১২৫-১৭০ কিলোমিটার বেগে আকস্মিক দমকা হাওয়া	ঘর-বাড়ির সামান্য ক্ষতি হয়। গাছপালা ও যানবাহনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির চিহ্ন থাকে। কিছু শস্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহে ঝুঁকি দেখা দেয়। ছোট নৌযানসমূহের নোঙর ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।
ক্যাটাগরি ৩	ঘণ্টায় ১৭০-২২৫ কিলোমিটার বেগে আকস্মিক দমকা হাওয়া	কিছু ঘর-বাড়ির ছাদ ও স্থাপনার ক্ষতি হয়। কিছু নৌযানের ক্ষতি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।
ক্যাটাগরি ৪	ঘণ্টায় ২২৫-২৮০ কিলোমিটার বেগে আকস্মিক দমকা হাওয়া	সাগরে প্রচন্ড ও তীব্র ঝড়ের কারণে বন্দরের আবহাওয়া মারাত্মক খারাপ হইতে পারে। ইহা বন্দরের উপর দিয়া কিংবা পাশ দিয়া অতিক্রম করিতে পারে। ছাদ ও অবকাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি হয়। অনেক নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও উড়িয়া যায়। বিমানের ধ্বংসাবশেষ বিদজ্জনক হইতে পারে। এলাকাজুড়িয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।
ক্যাটাগরি ৫ (ইজিজি ২০০৭ সালের সিডর)	ঘণ্টায় ২৮০ কিলোমিটারের বেশি বেগে আকস্মিক দমকা হাওয়া	ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার বিপজ্জনক অবস্থা।

পরিশিষ্ট ৪: সমুদ্র ও নদী বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতসমূহ (বিধি ৩.৭ এর সাথে সম্পর্কিত)

২০০৮ সালের ১০ মার্চ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সভায় দেশের সকল সমুদ্র ও নদী বন্দরের জন্য নিম্নলিখিত সংশোধিত সর্তক ও হুঁশিয়ারি সংকেতসমূহ অনুমোদন করা হয়:

ক্রমিক নং	**সমুদ্র বন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতসমূহ**	**ক্রমিক নং**	**নদী বন্দরের জন্য সংশোধিত সংকেতসমূহ**	**দমকা হাওয়ার গতিবেগ (কি.মি./ঘণ্টা)**	**সাম্ভাব্য ফলাফল/প্রভাব**	**বন্দরের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা**	**জনগণের জন্য বার্তা**
১	দূরবর্তী সতর্ক সংকেত নং ১			৫১-৬১		• সমুদ্রের দূরবর্তী এলাকায় ঝড়ো বাতাসের কারণে ঝড় সৃষ্টি হইতে পারে • বন্দর হইতে ছাড়িয়া যাওয়া নৌযানসমূহ ঝড়ো আবহাওয়ার মুখোমুখি হইতে পারে	
২	দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত নং ২			৬২-৮৮		• সমুদ্রের দূরবর্তী এলাকায় সৃষ্টি হওয়া ঝড় বন্দর সমূহের জন্য হুমকি নয়। মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ নৌযানসমূহ বন্দর ছাড়িলে ঝড়ো আবহাওয়ার মুখোমুখি হইতে পারে	
৩	স্থানীয় সতর্কতা সংকেত নং ৩	১	স্থানীয় সতর্কতা সংকেত নং ৩	৪০-৫০	• ছোট ছোট গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে • লাইট হাউজের ছাদ উড়িয়া যাইতে পারে বা	• ঝড় এলাকায় আঘাত হানিতে পারে। • উত্তর সাগরে অবস্থানরত ৫৬ ফুট বা এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া	

					ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে • নিম্নচাপ শক্তি সঞ্চয় করিয়া উপকূল অতিক্রম করিলে ফসলাদির ক্ষতি হইতে পারে	পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে থাকিতে হইবে।	
৪	স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত নং ৪	২	স্থানীয় সংকেত নং ৪	৫১-৬১	• কিছু নারিকেল গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, বৃহৎ আকারের কিছু গাছ ও শিকড় উপড়াইয়া পড়িতে পারে • শস্য ক্ষেতসমূহের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর-বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে পারে। • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা অল্প বা মাঝারি পর্যায়ের জলোচ্ছাসের মুখোমুখি হতে পারে	• ঝড়ের কারণে বন্দর হুমকির মুখোমুখি হইতে পারে। তবে এতটা বিপজ্জনক নয় যে এখনই বড় আকারের পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হইবে • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত ১৫০ ফুট বা এর কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত বাতাসের ধাক্কা সহ্য করতে অক্ষম সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা	• মূল্যবান সম্পদসমূহ নিরাপদে রাখা • শিশুদের বাহিরে ঘেরাফেরা বন্ধ করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশনা এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচারিত বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন নিয়মিত শোনা • সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির উচিৎ জনগণকে সচেতন করিতে উদ্যোগ লওয়া এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা
৫	বিপদ সংকেত নং	৩	বিপদ সংকেত নং	৬২-৮৮	• অসংখ্য নারিকেল গাছ	• মাঝারি তীব্রতার সামুদ্রিক ঝড় হইতে	• সংশ্লিষ্ট এলাকার

	৬		৬		ভাঙ্গিয়া পড়িতে বা ধ্বংস হইতে পারে • বৃহৎ আকারের অসংখ্য গাছ শিকড় উপড়াইয়া পড়িতে পারে • শস্য ক্ষেতসমূহের মারাত্মক ক্ষতি হইতে পারে • অধিকাংশ কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘরের ছাদ উড়িয়া যাইতে অথবা বিধ্বস্ত হইতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ বিঘ্নিত হইতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গাসহ .. ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলাইয়া যাইতে পারে	প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মুখোমুখি হইতে পারে বন্দর • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সকল ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা	লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে যাইতে হইতে পারে। তাহাদের উচিৎ হইবে সমুদ্র ও নদী তীর হইতে দূরে অবস্থান করা • ঝড় প্রথম আঘাত হানিতে পারে এমন এলাকার প্রতি নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলির প্রথম কাজ হইবে দুর্গত লোকজন বিশেষ করিয়া নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা দিতে আগাইয়া আসা এবং জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

৬	মহাবিপদ সংকেত নং ৮	৪	মহাবিপদ সংকেত নং ৮	৮৯-১১৭	• ঝুঁকিপূর্ণএলাকা সহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে পারে • অসংখ্য নারিকেলসহ বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়াইয়া যাইতে বা ধ্বংস হইতে পারে • ক্ষেতের ফসল পুরোপুরি নষ্ট হইতে পারে • সকল কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে • হালকা থেকে মাঝারি পর্যায়ের ইটের তৈরি স্থাপনাও উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতি হইতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা ... ফুট জলোচ্ছাসে তলাইয়া যাইতে পারে	• বন্দর তীব্র সামুদ্রিক ঝড়ে উদ্ভূত চরম প্রতিকুল আবহাওয়ার মুখোমুখি হইতে পারে। • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিতে হইবে	• সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা প্রয়োজন • ঝড় প্রথম আঘাত হানিতে পারে এমন এলাকার প্রতি নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • প্রথম সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলো জরুরী পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেবে এবং জরুরী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করবে
৭	মহাবিপদ সংকেত নং ৯	৫	মহাবিপদ সংকেত নং ৯	১১৮-১৭০	• ঝুঁকিপূর্ণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক	• সাগরের তীব্র শক্তি সম্পন্ন ঝড়ে বন্দর মারাত্মক প্রতিকুল মুখোমুখি হইবে	• সংশ্লিষ্ট এলাকার সব লোক-জনকে পাকা

					নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে পারে • নারিকেলসহ অগণিত বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়াইয়া পড়িতে পারে বা ধ্বংস হইতে পারে • ক্ষেতের ফসলসমূহ পুরোপুরি নষ্ট হইতে পারে • সকল কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে • হালকা হইতে মাঝারি পর্যায়ে ইটের তৈরি স্থাপনাসমূহের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হইতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা ... ফুট জলোচ্ছ্বাসে তলইয়া যাইতে পারে	• উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিতে হইবে	ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর নিশ্চিত করিতে হইবে • ঝড় প্রথম আঘাত হানিতে পারে এমন এলাকার প্রতি নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলির প্রথম কাজ হইবে জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা
৮	মহাবিপদ সংকেত নং ১০	৬	মহাবিপদ সংকেত নং ১০	>১৭১	• ঝুঁকিপূর্ণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে	• সাগরের তীব্র শক্তি সম্পন্ন ঝড়ে বন্দর মারাত্মক প্রতিকূল মুখোমুখি হইবে • উত্তর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ	• সংশ্লিষ্ট এলাকার সব লোক-জনকে পাকা ভবন বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর

					পারে • নারিকেলসহ অগণিত বৃহৎ আকারের গাছ শিকড় উপড়াইয়া পড়িতে পারে এবং ধ্বংস হইতে পারে • ক্ষেতের ফসল সমূহ পুরোপুরি নষ্ট হইতে পারে • সকল কাঁচা ও সেমি-পাকা ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে • হালকা থেকে মাঝারি পর্যায়ে ইটের তৈরি স্থাপনাসমূহের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হইতে পারে • বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যোগাযোগ চরমভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে • নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নিচু জায়গা ... ফুট জলোচ্ছাসে তলাইয়া যাইতে পারে	ধরার ট্রলার ও নৌকাসহ সব ধরনের নৌযানকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিতে হইবে	নিশ্চিত করিতে হইবে • ঝড় প্রথম আঘাত হানতে পারে এমন এলাকার প্রতি নজর রাখা এবং ঝড়ের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থান করা • সাড়াপ্রদানকারী সংস্থাগুলির প্রথম কাজ হইবে জরুরি পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা

স্থানীয় সতর্ক সংকেত নং ৪ জারির পরপরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। এই পদক্ষেপের মধ্যে রহিয়াছে- ফলাফল সম্পর্কে সম্ভাব্য দুর্গত এলাকার মানুষজনকে সচেতন করিতে, জীবন ও গবাদিপশু রক্ষা করিতে তাহাদের কী ধরনের পদক্ষেপ প্রহণ করিতে হইবে সেই বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহন করিতে গণ দুর্যোগ বার্তা পাঠাইতে হইবে।

পরিশিষ্ট- ৫: ঘূর্ণিঝড় সতর্ককরণ পতাকা উত্তোলনের প্রণালী (বিধি ৯ এর সাথে সম্পর্কিত)

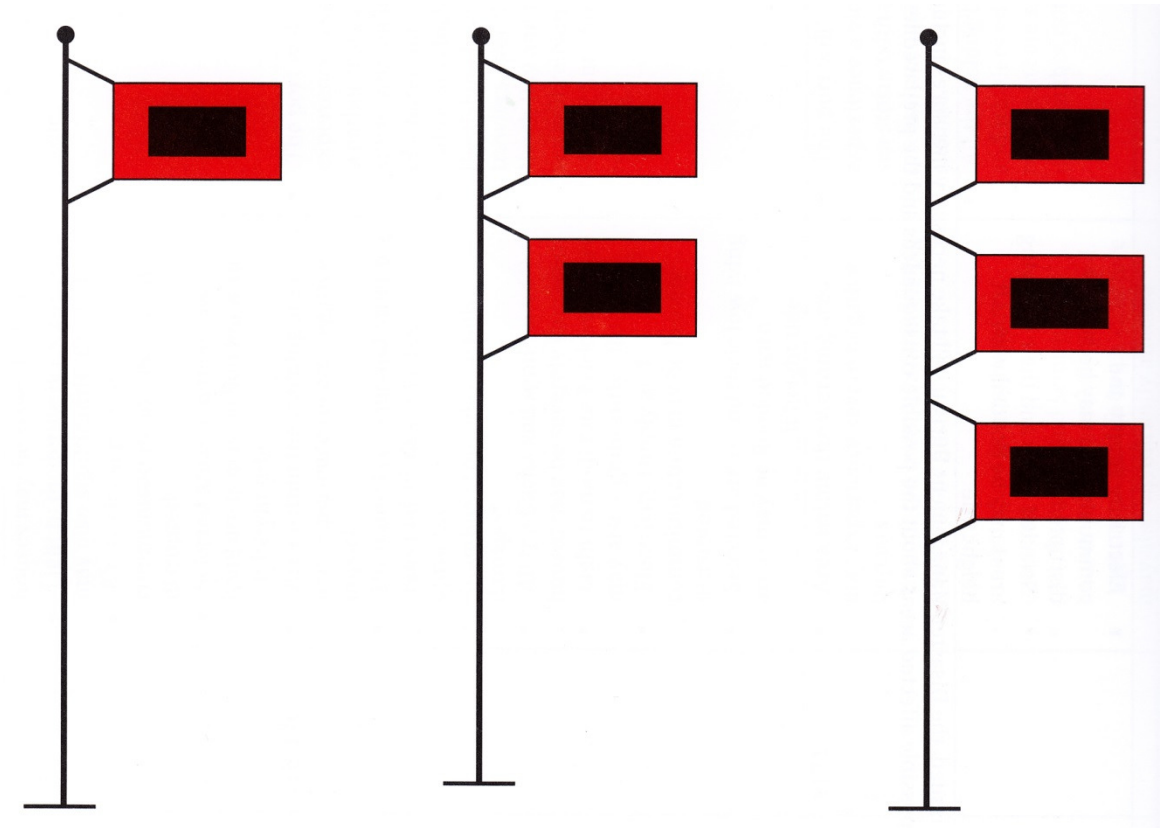

সংকেত নম্বর ১, ২, ৩ সংকেত নম্বর ৪ এবং ৬ সংকেত নম্বর ৮, ৯, ১০

পরিশিষ্ট-৬: এসওএস ফরম : আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা (বিধি ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪, এবং ৪.৫ এর সাথে সম্পর্কিত)

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা

উপজেলার নাম: ----------
জেলার নাম: ----------

১.	দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়ন (সংখ্যা)	:----------	
২.	দুর্গত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক)	:----------	
৩.	বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর (আনুমানিক)	:----- -----	
			১. আংশিক -------
			২. সম্পূর্ণ ----------
৪.	মৃত্যু (আনুমানিক)	:----------	
৫.	নিখোঁজ ব্যক্তি	:----------	
৬.	অনুসন্ধান/উদ্ধার	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
৭.	চিকিৎসা সেবার ধরন	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
৮.	পানীয় জল	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
৯.	তৈরী খাদ্য	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
১০.	ক. পোশাক	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
	খ. পোশাকের ধরণ	:	
১১.	জরুরি আশ্রয়	:	প্রয়োজন/প্রয়োজন নেই
১২.	অন্য কোন জরুরি উপকরণ/ দ্রব্যাদি	: ----------	

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দুর্যোগ শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে এইসব তথ্য যতদ্রুত সম্ভব টেলিফোন,ফ্যাক্স বা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে জরুরি পরিচালনা কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে।

পরিশিষ্ট ৭ডি ফরম : লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের ফরম (বিধি ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪, এবং ৪.৫ এর সাথে সম্পর্কিত)

ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান নিরূপণের ফরম

ফরম-ঘ

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ ও ফরম পূরণ করিবেন। পূরণ করা ফরম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের ইওসি'র কাছে পাঠাইবেন এবং ইহার একটি অনুলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নিকট পাঠাইতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫					৬	৭	৮	৯	১০	
উপজেলার নাম	মোট ইউনিয়ন (সংখ্য)	মোট এলাকা (বর্গ কিমি)	চর এলাকা (যদি থাকে (বর্গ কিমি)	মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)					মোট পরিবার/সংসার	বাড়ির মূল্য টাকা/ইউনিট	বাড়ির মেরামত খরচ টাকা/ইউনিট	অন্যান্য তথ্য (গৃহায়ণ সামগ্রী ব্যবহৃত)	মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন)	তথ্য প্রাপ্তির উৎস
														বেইসলাইন ডাটা/ মৌলিক পরিসংখ্যান
উপজেলার নাম	ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন (সংখ্য)	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কিমি)	ক্ষতিগ্রস্ত চর এলাকা (বর্গ কিমি)	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা (সংখ্যা)	মৃতের সংখ্যা (দাফন/ সমাহিত)	আহতের সংখ্যা	নিখোঁজ সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা (সম্পূর্ণ)	ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা (আংশিক)	১- কাঁচা ২-পাকা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা	দুর্যোগের সময় ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্র (যদি থাকে)		
													স্থায়ী আশ্রয়য় কেন্দ্র	অস্থায়ী শিবির জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র	

১১		১২		১৩		১৪				১৫		১৬		১৭	
ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)		গবাদি পশু ও মহিষ (সংখ্যা)		পোলট্রি (মুরগি ও হাঁস (সংখ্যা)		মোট শস্য ক্ষেত/বীজ তলা				অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য চিংড়ি ইত্যাদি)		মোট বিদ্যুৎ/পয়:নিষ্কাশন/গ্যাস/পানির লাইন ও এ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি (ইউনিট)		অন্যান্য অবকাঠমো (মোবাইল ফোন টাওয়ার, হিমাগার, গুদাম, সরকারি বেসরকারি স্থাপনা)	
মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)		গবাদিপশু ও মহিষ (সংখ্যা)		মৃত ও ভেসে যাওয়া গবাদিপশু ও মহিষ (খামার অন্তুর্ভুক্ত)		সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত		আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত		ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারি মৎস্য চিংড়ি ঘের মৎস্য বিচরণ এলাকা)		ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ/পয়ঃনিষ্কাশন/গ্যাস পানি লাইন এবং এ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি		ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য অবকাঠামো (যদি থাকে)	
সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	হেক্টর	টাকা/হ্যাঁ	হেক্টর	টাকা হেক্টর	হেক্টর	টাকা/ হ্যাঁ	সম্পূর্ণ (ব্যয় টাকা)	আংশিক (ব্যয় টাকা)	সম্পৃক্ত ক্ষতি টাকা/	আংশিক (ক্ষতি টাকা)

১৮				১৯				২০				২১				২২				২৩				২৪			
মোট মসজিদ/মন্দির/প্যাগোডার সংখ্যা				পাকা রাস্তা (কিমি)				অন্য সড়ক (কিমি)				বাঁধ (কিমি) নদী, উপকূলীয়, হাওর				মোট বনাঞ্চল/ বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)				মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠন (কলেজ, প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয় মাদ্রাসা ও অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল)				মোট টেলিকম যোগাযোগ ব্যবস্থা			
ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ/মন্দিরের সংখ্যা				ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তা (কিমি)				ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য সড়ক (কিমি)				ধ্বংসপ্রাপ্ত বাঁধ/সেতু/কালভার্ট (কিমি)				ক্ষতিগ্রস্ত চরাঞ্চল/রোপন করা গাছ/ নার্সারি এলাকা (হেক্টর)				ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠন (১-কলেজ, ২-উচ্চ বিদ্যালয়, ৩-প্রথমিক বিদ্যালয়, ৪- মাদ্রাসা এবং ৫- অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল)				ক্ষতিগ্রস্ত টেলিযোগাযোগ এলাকা			
সম্পূর্ণ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক	
সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	কিমি	টাকা/কিমি	কিমি	টাকা/কিমি	কিমি	টাকা/কিমি	কিমি	টাকা/কিমি	কিমি	টাকা/কিমি	কিমি	টাকা/কিমি	হেক্টর	টাকা/হেক্টর	হেক্টর	টাকা/হেক্টর	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	নং	টাকা ইউনিট	নং	টাকা/ইউনিট	নং	টাকা/কিমি

অন্যান্য শিল্প (গার্মেন্টস, কৃষিভিত্তিক, শুটকী, লবণ ইত্যাদি)				নলকূপ (গভীর ও অগভীর)						পুকুর/পানির জলাধার (সংখ্যা)				হাসপাতাল/ক্লিনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি				মাছ ধরার জাল/ট্রলার				তাঁত/হস্তচালিত তাঁত/কুটির শিল্প (সংখ্যা)			
ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য শিল্প (গামেন্টস কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, শুটকি মাছ, লবণ ইত্যাদি)				ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ						ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর/পানি জলাধার/জলাশয়ে লবণাক্ততা এবং অন্যান্য দূষণ (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত হাসপাতাল/ক্লিনিক/স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি				নৌকা/মাছ ধরার জাল/ট্রলার অন্যান্য কৌশল				ক্ষতিগ্রস্ত তাঁত/হস্তচালিত তাঁত, কুটির শিল্প			
পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		গভীর		অগভীর		হসত্মচালিত		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক		পূর্ণাঙ্গ		আংশিক	
সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট নং	সংখ্যা	টাকাইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট	সংখ্যা	টাকা/ইউনিট		

পরিশিষ্ট ৮ :দুর্গত এলাকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক আদেশের নমুনা

স্মাকর নং- তারিখঃ

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ দুর্গত এলাকা/ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক নির্দেশ।

মহোদয়,

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ২৫, উপ ধারা (২) মোতাবেক দুর্গত এলাকায় / দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য ..... সংস্থার অধীনে পরিচালিত হাসপাতাল/ ক্লিনিক / চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদান সহ জরুরি চিকিৎসা টিম গঠনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রয়োজন।

২। এমতাবস্থায়, সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় / জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি / উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চাহিদা মোতাবেক আপনাকে / .....প্রতিষ্ঠানকে দুর্গত এলাকা/দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ..... তারিখ হইতে..... তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য / সহায়তার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল।

ক।

খ।

গ।

ঘ।

৩। সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই নির্দেশের যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করিতে পারিবে।

৪। দুর্গত এলাকা/ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডে আপনার / আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশা লাঘবে ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করিবে। উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের আনুসংগিক ব্যয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালার ৭ বিধি মোতাবেক প্রদান করা হইবে।

আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

প্রাপক

.....

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রদান করা হ'ল :-

১।

২।

৩।

ছক (পরিশিষ্ট -৯ ক)

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদকের জন্য আবেদন ছক: (ব্যাক্তি)

জেলার নাম:

পুরস্কারের ক্যাটাগরির নাম:

ব্যক্তিগত পর্যায় : (১)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন-

(২)দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অসাধারণ নৈপুণ্য-

১. নাম:

২. পিতা/ স্বামীর নাম:

৩. মাতার নাম:

৪. জন্ম তারিখ ও বয়স:

৫. ঠিকানা:

ক) স্থায়ী ঠিকানা

খ) বর্তমান ঠিকানা

৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

৭. পদবী (যদি থাকে):

৮. কর্মস্থল ও কার্যকাল:

১০. কাজের শিরোনাম:

ক. কাজের বিষদ বিবরণ:

খ. যে কাজের জন্য পদক প্রাপ্তির আবেদন করা হইয়াছে উহার তথ্য:

বাস্তবায়নের সময়কাল:

বাস্তবায়নের স্থান:

আর্থিক খরচ:

সামগ্রীক ফলাফল:

জনগোষ্ঠির উপর কাজের প্রভাব:

কাজের জন্য অন্য কোন সংস্থা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর:

তারিখ: তারিখ:

(জেলা বাছাই কমিটি কর্তৃক পূরণ করা হইবে)

জেলা বাছাই কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ:

প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর ও মেধাক্রম:

জেলা বাছাই কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

(কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক পূরণ করা হইবে)

জেলা বাছাই কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ:

প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর ও মেধাক্রম:

কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

(জাতীয় কমিটি কর্তৃক পূরণ করা হইবে)

জাতীয় কমিটি মন্তব্য/সুপারিশ:

প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর ও মেধাক্রম:

জাতীয় কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

ছক (পরিশিষ্ট -৯ খ)

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদকের জন্য আবেদন ছক: (প্রতিষ্ঠান)

জেলার নাম:

পুরুস্কারের ক্যাটাগরির নাম:

ব্যক্তিগত পর্যায় : (১)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
(২)দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্য
(৩)দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অসাধারণ নৈপুণ্য-

১. প্রতিষ্ঠানের নাম:
২. প্রতিষ্ঠানের ধরন:
৩. প্রতিষ্ঠা সন:
৪. প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী:
৫. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:
৬. কাজের শিরোনাম:
ক. কাজের বিষদ বিবরণ:
খ. যে কাজের জন্য পদক প্রাপ্তির আবেদন করা হইয়াছে উহার তথ্য:
বাস্তবায়নের সময়কাল:
বাস্তবায়নের স্থান:
আর্থিক খরচ:
সামগ্রীক ফলাফল:
জনগোষ্ঠির উপর কাজের প্রভাব:
কাজের জন্য অন্য কোন সংস্থা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা:

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান/
বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর:

তারিখ:

(জেলা বাছাই কমিটি কতৃক পূরণ করা হইবে)

জেলা বাছাই কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ:

প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর ও মেধাক্রম:

জেলা বাছাই কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

(কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কতৃক পূরণ করা হইবে)

জেলা বাছাই কমিটির মন্তব্য/সুপারিশ:

প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর ও মেধাক্রম:

কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

(জাতীয় কমিটি কতৃক পূরণ করা হইবে)

জাতীয় কমিটি মন্তব্য/সুপারিশ:

প্রতিযোগীর প্রাপ্ত নম্বর ও মেধাক্রম:

জাতীয় কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-১০: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদকের আবেদন/মনোনয়ন ছক

(১) ব্যক্তিগত পর্যায় : (২)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন -

নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন তথ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ সাড়াদান বিষয়ক উদ্ধার কার্যক্রমে আগ্রহ সৃষ্টি ও নতুন টেকনোলজির ব্যবহারের সম্ভাবনা নম্বর-২০	মোট নম্বর ১০০

(২) ব্যক্তিগত পর্যায় : দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অসাধারণ নৈপুণ্য-

নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন তথ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ সাড়াদান বিষয়ক উদ্ধার কার্যক্রমে আগ্রহ সৃষ্টি ও নতুন টেকনোলজির ব্যবহারের সম্ভাবনা নম্বর-২০	মোট নম্বর ১০০

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় : (২)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন -

নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন তথ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ সাড়াদান বিষয়ক উদ্ধার কার্যক্রমে আগ্রহ সৃষ্টি ও নতুন টেকনোলজির ব্যবহারের সম্ভাবনা নম্বর-২০	মোট নম্বর ১০০

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় : দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্য

নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ঝুকিহ্রাস বিষয়ক বাস্তবায়িত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-৪০	দুর্যোগে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান নম্বর-২০			মোট নম্বর ১০০

(৫) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় : দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে অসাধারণ নৈপুণ্য-

নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ঝুকিহ্রাসে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন তথ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার নম্বর-২০	দুর্যোগ সাড়াদান বিষয়ক উদ্ধার কার্যক্রমে আগ্রহ সৃষ্টি ও নতুন টেকনোলজির ব্যবহারের সম্ভাবনা নম্বর-২০	মোট নম্বর ১০০